











# শিক্ষাবিজ্ঞান

তৃতীয় বিভাগ  
শিক্ষাপ্রণালী

[ দ্বিতীয় খণ্ড ]

সংস্কৃত শিক্ষা চতুর্থ ভাগ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ,  
অধ্যাপক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কলিকাতা

CALCUTTA

Chuckervertty, Chatterjee & Co.,

63, Harrison Road.



# OPINION

OF

BABU SRISH CHANDRA BASU, B. A.

*Of the Provincial Civil Service, (U. P.), Author of the Ashtadhyai of Panini, (M. A. Text-Book, London University) and Translator (and annotator) of Bhattaji Dikshita's Siddhanta Kaumudi, the Upanishads, Vedanta Sutra and the Mitakshara in the Sacred Books of the Hindus Series.*

---

The scheme of Sanskrit works in Professor Benoy Kumar Sarkar's pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up, through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most important passages of standard classics, e.g.



*Raghu-vansam, Kumar-sambhavam, Ramayanam* and *Manu Sanhita*, adaptations or originals of which the author has incorporated in his book as specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated, through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by Grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the considerable improvement on the existing readers and primers that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara C.I.E.—whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the pioneer of Sanskrit learning can no longer be profitably used under the altered conditions of the times; and it is desirable that the new method should have a fair trial in our secondary schools in the interest of educational reform.

# FORE WORD

[BY DR. BRAJENDRA NATH SEAL, M. A., Ph. D.]



Professor Benoy Kumar Sarkar's scheme of educational works is based on sound and advanced ideas of Educational Science, and, as such, is well calculated to impart a valuable stimulus to the diffusion of culture in the country. Professor Sarkar's notes on **Mediaeval** and **Modern History** on **Economics**, and on **Politics**, show wide knowledge of the subject matter, and are evidently the outcome of a mind trained in habits of clear, patient, and accurate thinking. His brochure on the **Study of Language** may serve as a useful summary of present-day ideas on the subject, and he has given practical illustrations of some of these in his **Lessons on English** and on **Sanskrit**, which, so far as they go, specially the latter, are an improvement on existing Guides and Hand-books. Professor Sarkar's programme is certainly

an ambitious one, but he is fully qualified to carry it out ; and there can be no doubt that it will be found to be a healthy and stimulating force in the Indian educational world of to-day, especially with the correction and expansion it must receive in the light of practice and experience.

CALCUTTA.  
<sub>8</sub>  
*The 25th May, 1911.*

BRAJENDRA NATH SEAL,  
*Principal, Victoria College*  
COOCH BEHAR.

## নিবেদন

নানা কারণে আধুনিক কালে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাই-  
তেছে। পূর্বের সভ্যজগতের এমন এক অবস্থা ছিল যখন কেবল ধর্ম  
এবং ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই শিক্ষার্থীর একমাত্র সাধনা ছিল। ক্রমশঃ  
মানবসমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র  
ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিলেই জীবনের সর্ববিধ অভাব মোচন  
হয় না। এখন বাহ্য জগতের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা  
যে সমুদয় নূতন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিতেছেন সেই বিজ্ঞানসমূহের সত্য-  
গুলি আয়ত্ত করিতে না পারিলে মানবের যথেষ্ট অজ্ঞতা থাকিয়া যায়।  
কাজেই বিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের  
প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বর্তমান জগতের জীবন  
সংগ্রামোপযোগী বিবিধ অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য আধুনিক শিল্পপ্রথা  
এবং ব্যবসায়পদ্ধতিও শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। ফলতঃ, বর্তমান  
যুগে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার্থীর পক্ষে সাহিত্যের সঙ্গে সমানভাবে  
প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু এই সমুদয় শিক্ষা  
করিবার উপযোগী সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে সমানই রহিয়াছে। পূর্বে যে  
সময়ের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য প্রতি শিক্ষা করিয়া শিক্ষার্থী সংসারের  
জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত,  
এখনও তাহাকে সেই পরিমাণ সময়ের মধ্যেই আধুনিক কালের  
বিভিন্নরূপ উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই অধ্যয়ন ও

অধ্যাপনার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন আধুনিক কালের চিন্তাজগতের প্রধান কার্য হইয়া পড়িয়াছে। যে প্রণালীতে অল্প সময়ে বহু বিষয় আয়ত্ত করিতে পারা যায় সেরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে আজকাল জীবনের উন্নতি আশা করা বৃথা। আর, বাস্তবিক, সময় লাঘব করিয়া মানবের শক্তিগুলি বহুবিধ কার্যে প্রয়োগ করিবার সুবিধা সৃষ্টির জন্তই প্রাচীন ও মধ্য যুগের অধ্যয়নপ্রণালী ও চিন্তাপদ্ধতি পরিহার করিয়া নূতন নূতন শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন উপস্থিত এবং প্রবৃত্তি আগ্রহিত হইয়াছে।

সুতরাং অধ্যয়নের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও এক বিভাগ আয়ত্ত করিতেই চিরজীবন কাটিয়া যাইত, অথবা সাতবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের পূর্বে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঘণ্টাবংশের সাতসর্গ মাত্র কোনরূপে মুখস্থ করিবার শক্তি জন্মিত সেই প্রণালী এখন আর কোন মতেই কালোপযোগী হইতে পারে না। এমন এক শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসের মধ্যে পরস্পরসহায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা, এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভ হয়।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকাসম্বন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্যাদি নামক বিবিধ প্রবন্ধ বিষয়ক গ্রন্থে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তাহারই বিশদ আলোচনা শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত নূতন এক গ্রন্থে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সেই প্রণালী ভাষাসমূহে প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে সেই নিয়মগুলি আলোচনা করিয়া ভাষাশিক্ষা

নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে। সংস্কৃত-শিক্ষা এবং ইংরাজীশিক্ষা নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের যুক্তিগুলি ভাষাশিক্ষাকল্পে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থখানি এই পুস্তকগুলির সাধারণ ভূমিকাস্বরূপ লিখিত।

এই পুস্তকগুলিতে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করা গিয়াছে। আশা করা যায়, অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিমাণ সংস্কৃত সাহিত্য বি, এ, পরীক্ষার জন্ত পাঠ করিতে হইয়া থাকে, এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে, সেই পরিমাণ আয়ত্ত করিতে সর্বসমেত পাঁচ বৎসরের অধিক লাগে না; ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ না করিয়াও ভাষায় অধিকার জন্মে, এবং বাক্য রচনা প্রণালী অভ্যাস করিতে করিতেই উন্নত কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে প্রবেশ লাভ হয়। ভরসা করি, বিদ্বন্মণ্ডলী একবার ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দেখিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্তযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যতীর্থ মহাশয় সংস্কৃত পুস্তকগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে মার্জিত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যাহারা এই পুস্তকগুলি ব্যবহার করিতে করিতে অসাবধানতা বা অজ্ঞতাগ্রন্থত অথবা আলোচনা-প্রণালী-গত ভ্রমাদি লক্ষ্য করিবেন তাঁহারা অগ্রগ্রহপূর্বক আমাকে জানানাইয়া সাহায্য করিলে উপকৃত ও বাঞ্ছিত হইব।

বৈশাখ, ১৩১৮ সাল,  
কলিকাতা।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার।



# সূচীপত্র

## সপ্তম অনুশীলন

তুদাদি ও ভাদিগণীয় ধাতুর বিধিলিঙ্গ বিভক্তির ব্যবহার

---

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রথম পুরুষ

প্রথম অধ্যায়—পরস্মৈপদী ধাতু	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—আত্মনেপদী ধাতু	...	৩
তৃতীয় অধ্যায়—উভয়পদী ধাতু	...	৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উত্তম পুরুষ

প্রথম অধ্যায়—পরস্মৈপদী ধাতু	...	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়—আত্মনেপদী ধাতু	...	৯
তৃতীয় অধ্যায়—উভয়পদী ধাতু	...	১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মধ্যম পুরুষ

প্রথম অধ্যায়—পরস্মৈপদী ধাতু	...	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়—আত্মনেপদী ধাতু	...	১৫
তৃতীয় অধ্যায়—উভয়পদী ধাতু	...	১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বিধিলিঙ্গ বিভক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত. ১৯



পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বাচ্য-পরিবর্তন

প্রথম পাঠ—প্রথম পুরুষ কর্ম	...	২১
দ্বিতীয় পাঠ—মধ্যম ও উত্তম পুরুষ কর্ম	...	২৩
তৃতীয় পাঠ—ভাববাচ্য	...	২৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সাহিত্য পরিচয়		২৫

## অষ্টম অনুশীলন

প্রত্যয়ান্ত ধাতুর ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ—সনন্ত

প্রথম পাঠ	...	৭২
দ্বিতীয় পাঠ	...	৪৪
তৃতীয় পাঠ	...	৪৫
চতুর্থ পাঠ	...	৪৭
পঞ্চম পাঠ	...	৪৮
ষষ্ঠ পাঠ	...	৫০
সপ্তম পাঠ	...	৫২
অষ্টম পাঠ—বাচ্য-পরিবর্তন	...	৫৩

## ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ—ସଂସ୍କୃତ

ପ୍ରଥମ ପାଠ	...	୧୬
ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଠ	...	୧୮
ତୃତୀୟ ପାଠ	...	୬୦
ଚତୁର୍ଥ ପାଠ	...	୬୨
ପଞ୍ଚମ ପାଠ	...	୬୪
ଷଷ୍ଠ ପାଠ	...	୬୬
ସପ୍ତମ ପାଠ	...	୬୭
ଅଷ୍ଟମ ପାଠ—ବାଚ୍ୟ-ପରିବର୍ତ୍ତନ	...	୬୮

## ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ—ନାମଧାତୁ

### ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ—ପରସ୍ମୈପଦା

ପ୍ରଥମ ପାଠ	...	୭୦
ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଠ	...	୭୧
ତୃତୀୟ ପାଠ	...	୭୨
ଚତୁର୍ଥ ପାଠ	...	୭୩

### ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ—ଆତ୍ମନେପଦା

ପ୍ରଥମ ପାଠ—ଆଚରଣ	...	୭୪
ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଠ—କରଣ	...	୭୫
ତୃତୀୟ ପାଠ—ଅନୁଭବ	...	୭୬
ଚତୁର୍ଥ ପାଠ—ଉଦ୍‌ଗମନ	...	୭୭

পঞ্চম পাঠ—অভূত তত্ত্বাব	...	৭৮
ষষ্ঠ পাঠ—বাচ্য-পরিবর্তন ...		৭৯

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ—নিজন্ত

#### প্রথম অধ্যায়—প্রযোজ্য কর্তায় তৃতায়।

প্রথম পাঠ	...	৮০
দ্বিতীয় পাঠ	...	৮২
তৃতীয় পাঠ	...	৮৩
চতুর্থ পাঠ—বাচ্যাস্তর	...	৮৪
পঞ্চম পাঠ—দিকম্বকক্রিয়া	...	৮৫

#### দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়।

প্রথম পাঠ—গমনার্থ ও অকর্ম্মক	...	৮৬
দ্বিতীয় পাঠ	...	৮৭
তৃতীয় পাঠ—বাচ্যাস্তর	..	৮৮

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সাহিত্য পরিচয়

৮৯-১০৫

# সংস্কৃত শিক্ষা চতুর্থ ভাগ

## বাক্য-রচনা

সপ্তম অনুশীলন

তুদাদি ও ভাদিগণায় ধাতুর বিধিলিঙ্গ বিভক্তির ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম পুরুষ

প্রথম অধ্যায়

পরস্মৈপদী ধাতু

- |                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| । তৃণানি: <u>জলং পিবেত্</u>         | তৃণার্ভের জল পানকরা উচিত।                |
| বধূ: মাধুং <u>অর্ঘ্যেত্</u>         | বধুর মাধুকে পূজা করা উচিত।               |
| শিষ্য: অধ্যাপকান্ <u>ন নিন্দেত্</u> | শিষ্যের অধ্যাপককে নিন্দা করা উচিত নহে।   |
| ব্রহ্মচারী <u>অসংযমং পরিত্যজেত্</u> | ব্রহ্মচারীর অসংযম পরিত্যাগ করা উচিত।     |
| । শিশু: <u>হসেতাং</u>               | শিশুদ্বয়ের হাস্য করা উচিত।              |
| বালকৌ <u>পুস্তকানি পঠেতাং</u>       | বালকদ্বয়ের পুস্তকসমূহ পাঠ করা উচিত।     |
| তৌ <u>ধন্বাসহ গচ্ছেতাং</u>          | তাহাদের দুইজনের ধেনুর সহিত গমন করা উচিত। |

ऋषी ऋचः सृजितां

ঋষিদের ঋকসমূহ সৃষ্টি করা  
উচিত ।

৩। ते गच्छेयुः

তাহাদের গমন করা উচিত ।

बालिकाः पुष्पाणि

বালিকারা পুষ্পসমূহ বিকিরণ

विक्रियुः করুক ।

मुनिपुत्राः जीवेयुः

মুনিপুত্রগণের জীবিত থাকা  
উচিত ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচনা কর—मनेत्, मर्षितां, विक्रियुः, वितरियुः, जिघ्रेत्, सृष्टेयुः, पिवितां, दग्नेयुः, दहित, ग्राहीतां, जयियुः, जवितां, वह्नि ।

৫। সংস্কৃত কর—

हे भगवन् ! मानवरूप धारण करिया आपनि যজ্ঞ  
হস্তাকে পৌড়ন করুন ।

अनासक्त हईया मानवेर सुखभोग करा उचित ।

ধেনু চলিলে রাজার চলা উচিত, বসিলে বসা উচিত, জল  
পান করিলে পান করা উচিত ।

दूरगामी राजगणेर मन्त्रीदिणेर हस्ते राज्यभार अर्पण  
করা উচিত ।

मुनिकन्यारा येन जलसेकेर पर वृक्ष समूह त्याग করেন ।

রথ হইতে অবতরণকালে উর্দ্ধদিকে দেখা উচিত নহে ।

शिष्टेरा गुरुद्वयेर पदे प्रणाम করুক ।

আতিথাশাস্ত্র হইলে রাজাকে তিনি যেন রাজ্যকুশল  
জিজ্ঞাসা করেন ।

আপনার মন্ত্রসমূহ আমার অদৃশ্য শত্রুগুলি সংহার  
করুক ।

আপনি রক্ষক থাকিতে আমার গৃহ কেন নিরাপদ থাকিবে  
না ?

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### আত্মনেপদৌ ধাতু

- ১। শ্রিয়ঃ পিতরং ইন্দ্রিত      শিশুর পিতাকে দেখা উচিত ।  
 পিতা পুত্রং স্বজন      পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করুক ।  
 পার্শ্বতী হরং উদ্বহিত      পার্শ্বতী হরকে বিবাহ করুন ।  
 ছাত্রঃ পাঠং আরম্ভেত      ছাত্রের পাঠ আরম্ভ করা উচিত ।
- ২। অমু চেষ্টেয়ান্      তাহারা দুইজন চেষ্টাকরুন ।  
 ধার্মিকী যশঃ লমেয়ান্      ধার্মিকদ্বয় যশ লাভ করুন ।  
 বালিকৈ স্নেহেয়ান্      বালিকাদ্বয়ের হাশ্বকরা উচিত ।  
 বর্ষায়াং নদী এধেয়ান্      বর্ষাকালে নদীদ্বয়ের বুদ্ধিপাওয়া  
 উচিত ।
- ৩। গুণবন্তঃ যশাসি লমেবন্      গুণবান্দিগের যশলাভ করা  
 উচিত ।

ब्रह्मचारिणो दौघेरन्  
रोगिणः औषधं स्वदेरन्

ब्राह्मचारीরা দৌগ্ধ প্রাপ্ত হউন।  
রোগিদিগের ঔষধ স্বাদ  
করা উচিত।

चरित्रवन्तः पुत्रशोकं चरित्रवान्दिगेर पूज्ज शोक  
महेरन् सह कर। उचित ।

४। निम्नलिखित शब्दगुलि व्यवहार करिया। एक एकटी वाक्य  
रचना कर—शिक्षेयातां, एधेरन्, लभेत, उद्बहेरन्, वर्धेत,  
शोभेरन्, कथेयातां, स्थापेत, संवेरन्, यतेयाथां, मोदेत,  
चेष्टेरन्, गाहेयातां, शङ्केरन्, प्रथेरन्, प्रसेत ।

৫। সংক্ৰত কর—

এই নগরটী বিখ্যাত হউক। কাপুরুষদিগের ন্যাস্ত হইতে  
ভয় করা উচিত। পণ্ডিতদ্বয় শাস্ত্রসমূহ গাহন করুন।  
সকলের বুদ্ধিমান লোককে শ্লাঘা করা উচিত। পুত্রহীন  
আমাকে দেবগণের দয়াকরা উচিত। তাঁহারা যেন আশ্রমে  
থাকেন (বর্ডেরন্) তাঁহাদের সাধুগণকে সেবা করা উচিত।  
মুণিপুত্রেরা বেদশিক্ষা করুন। সেই রাজ্যটী বিস্তৃত হইক।

৬। শুদ্ধ কর.

(क) बालकः ग्रामं गच्छेत, ब्रह्मचारिणः दीक्षेयुः, भृत्यौ कर्माणि  
आरभेतां, ते मुनिकन्याः उद्दिश्येयुः, प्रदोषौ वर्त्तेतां, बालकौ  
पुस्तकानि पठेयातां ।

(थ) रोगो ओषध स्वदेयातां, तौ पण्डितान् स्वाधेत, चरित्रवन्तः  
पुत्रशोकं महेत, मुनिकन्याः सुज्ञान् पश्येतां ।

## তৃতীয় অধ্যায়

### উভয়পদী ধাতু

- ১। পাচকঃ মত্‌স্যান্‌ মৃজ্জিত্‌ (ত) পাচক মৎস্য ভাজুক।  
কর্ষকঃ বৃদ্ধং লুম্যেত্‌ (ত) কৃষক বৃক্ষ কর্ত্তন করুক।  
দুর্ব্বলঃ মহান্‌ আশ্রয়েত্‌ (ত) দুর্ব্বল মহান্‌কে আশ্রয় করুক।  
সঃ বৃদ্ধান্‌ মিশ্রেত্‌ (ত) সে বৃক্ষ সমূহ সিক্ত করুক।
- ২। রজকৌ বস্স্রাণি রজিতাং (যাতাং) বজ্রকদ্বয় বস্ত্রগুলি রঞ্জিত করুক।  
অতিথী ধনং যাজিতাং (যাতাং) অতিথিদ্বয় ধন প্রার্থনা করুন।  
দ্বৈতপতী ভূমিঞ্চি কৰ্ষিতাং (যাতাং) ক্ষেত্রপতিদ্বয় ভূমিকর্ষণ করুন।  
রাজানৌ বহ্নান্‌ মুশ্চ্যতাং (যাতাং) রাজাদ্বয় বহ্নগণকে মুক্ত করুন।
- ৩। পুরোহিতাঃ দেবান্‌ যজিযুঃ (বন্‌) পুরোহিতগণ দেবদিগকে পূজা করুন।  
দরিদ্রাঃ ধনবন্তঃ আশ্রয়েযুঃ (বন্‌) দরিদ্রগণের ধনৌদিগকে আশ্রয় করা উচিত।  
অমনানি মানবং তুদেযুঃ (বন্‌) ব্যসনসমূহ মানবকে কষ্ট-দান করুক।



গৃহস্থা: দরিদ্রান্ ভর্যু: (রন্) গৃহস্থেরা দরিদ্রগণকে  
ভরণ করুণ ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য  
রচনা কর—ভজ্য:, সিদ্ধিরন্, লুম্যেতাং, মুচ্ছিয়াতাং, লিম্যেবন্,  
তুদেত, যজেরন্, রজিয়াতাং, ভজ্য:, অযেত, আদিগ্য: ।

৫। শুদ্ধ কর—

তৈ ভৃত্যান্ আদিগ্যেত, ভৃত্য: চন্দ্রনং লিম্যেবন্, রাজান:  
চৌরান্ মুচ্ছিয়াতাং, চন্দ্রমা: ত্বিষেবন্, ম মাং ভর্যু:, অতিথি:  
ধনং যাচেযু: ।

৬। সংস্কৃত কর—

ক্ষেত্রস্বামীদিগের যথাসময়ে বীজ বপন করা উচিত ।

শিষ্যেরা সমিধসমূহ আহরণ করুক ।

অসহায়দ্বয় যেন একবার রাজাকে আশ্রয় করে ।

ভূত্যাগণ ভারবহন করুক ।

আমাদিগকে কাহার আদেশ করিবেন ?

তন্তুবায়েরা যেন আমাদের জন্তু পাঁচখানি বস্ত্র বয়ন করে ।

তাহারা যেন তোমাদিগকে কষ্টদান করে ।

কাহাদের বস্ত্র রঞ্জিত করা উচিত ।

তাহারা যেন দেবগণকে পূজা করেন ।

সাধুদিগের চন্দন দ্বারা গাত্র লিপ্ত করা উচিত ।

শুরুপক্ষে চন্দ্রের দীপ্ত হওয়া উচিত ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম পুরুষ

## প্রথম অধ্যায়

পরস্মৈপদো ধাতু

- ১। অহং তত্র গচ্ছ্যে আমার সেইখানে যাওয়া উচিত।  
অহং যযাঃ বৃচ্ছ্যে আমার যশ ইচ্ছা করা উচিত।  
অহং ফলানি খাদ্যে আমার ফল খাওয়া উচিত।  
অহং জয়যং জয় আমার জয়লাভ করা উচিত।
- ২। আবাং শাস্ত্রাণি মনে আমরা দুইজন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন  
করি।  
আবাং পশ্চিণাঃ পশ্যে আমরা দুইজন পক্ষিগুলিকে দেখি।  
আবাং পুষ্পাণি বিকিরে আমাদের দুইজনের পুষ্প সমূহ  
বিকিরণ করা উচিত।  
আবাং গন্ধং জিহ্নে আমাদের দুইজনের গন্ধ আশ্রাণ  
করা উচিত।
- ৩। বয়ং হসেম আমাদের হাস্য করা উচিত!  
বয়ং দেবান্ স্পর্শেম আমাদের দেবগণকে স্পর্শ-  
করা উচিত।  
বয়ং দুগ্ধং পিবেম আমাদের দুগ্ধপান করা উচিত।  
বয়ং মজ্জেম আমরা মগ্ন হই।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচনা কর—পিবৈব, গচ্ছেম, মনয়ং, সৃজেম, দহেম, দশ্যয়ং, জীবৈবং, সৃশ্যয়ং, কীরয়ং।

৫। সংস্কৃত কর—

আমাদের পর্বতগমন করা উচিত।

আমাদের দুইজনের তাহাদিগকে প্রশ্ন করা উচিত।

আমি তোমাদিগকে প্রশ্ন করি।

ধেনু চলিলে আমার চনা উচিত, বসিলে আমার বসা উচিত।

আমাদের সেই দৃশ্য সমূহ দেখা উচিত।

সুদক্ষিণা যেন প্রতিদিন বিধি অনুসারে ধেনু পূজা করেন।

আমার সন্ধ্যাকালে ধেনু মুক্ত করা উচিত।

আমি জীবিত থাকিলে অসংখ্য প্রজা রক্ষা করিতে পারি।

আমরা দুইজন এই গরুকে হরণ করিব।

এই উপায় অবলম্বন করিলে আমরা দুইজন বশস্বী হইতে পারি।

আমাদের তাহার প্রতি দয়ালু হওয়া উচিত।

আমি এই স্থানেই যেন থাকি।

বৎসের পান করা হইয়া গেলে আমার পান করা উচিত।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### আত্মনেপদী ধাতু

- ১। অহং মৃত্যান্তিজয়      আমার ভূতাদিগকে ক্ষমা করা  
উচিত।  
 অহং শিজ্য      আমি      কর। উচিত।  
 অহং ইহ্য      আমার চেম্টা করা উচিত।  
 অহং সমুদ্রং ইজ্য      আমি সমুদ্র দেখিব।  
 অহং তান্ কল্যেয়      আমার তাহাদিগকে প্রশংসা  
করা উচিত।
- ২। আবাং শিশূন্ আদরেবহি      আমরা দুইজন শিশুগণকে  
আদর করি।  
 আবাং কার্য্য আরম্বেহি      আমরা দুইজন কায্য আরম্ভ  
করি।  
 আবাং দৌল্যেবহি      আমাদের দুইজনের দৌল্যালাভ  
করা উচিত।  
 আবাং তান্ ইজেবহি      আমাদের দুইজনের তাহাদিগকে  
কুৎসা করা উচিত।
- ৩। বয়ং ধনানি লভেমহি      আমাদের ধনলাভ করা উচিত।  
 বয়ং যুস্মান্ স্বজেমহি      আমাদের তোমাদিগকে আলি-  
ঙ্গন করা উচিত।

বয়ং পণ্ডিতান্ স্বাধিমহি আমাদের পণ্ডিতগণকে প্রশংসা  
করা উচিত ।

বয়ং স্ময়েমহি আমাদের হাস্য করা উচিত ।

বয়ং নিন্দুকান্ গর্হেমহি আমরা নিন্দুকগণকে মিন্দা করি ।

- ৪ । নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য  
রচনা কর—ইন্দ্রেবহি, ইহেমহি, ময়েয়, মিন্দেমহি, আদরেয়,  
শঙ্কেমহি, গাহেয়, উদ্বহেয়মহি, কথ্যেমহি, মানয়ে,  
সেবমহি, তিজেমহি ।

৫ । শুদ্ধ কর—

(ক) অহ পণ্ডিতান্ স্বাধিয, আবাং অপরাধিনঃ বিজেব,  
বয়ং বেটান পঠেমহি, অহং অকং খাদেয়,  
আবাং গাস্ত্রাণি মনংব, বয়ং পুষ্যাণি জিগ্নেমহি ।

(খ) আবাং যয়ঃ লভেমহি, অহং শিশুন্ আদরেবহি,  
বয়ং তত্র গচ্ছ্যেয়, অহ যুস্মান্ গর্হেমহি ।

৬ । সংস্কৃত কর—

আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত ।

আমার তাহাদিগকে সেবা করা উচিত ।

আমাদের দুইজনের শাস্ত্রসমূহ গাহন করা উচিত ।

আমাদের বিদুষীগণকে সম্মান করা উচিত ।

আমাদের দ্রব্যজাত সমূহ বিনিময় করা উচিত ।

আমার চেষ্টা করা উচিত ।

আমাদের তাহাদিগকে আলিঙ্গন করা উচিত ।

আমার মধু আশ্বাদন করা উচিত ।

## তৃতীয় অধ্যায়

### উভয়পদা ধাতু

১। অহং গাত্রৈ চন্দ্রনং লিম্যেয়ং (য) আমি গাত্রৈ চন্দ্রন লিপ্ত  
করি ।

অহং বস্ত্রং বযীয়ং (য) আমার বস্ত্র বয়ন করা  
উচিত ।

অহং বৃক্ষান্ লিম্যেয়ং (য) আমার বৃক্ষসমূহ কর্ত্তন  
করা উচিত ।

অহং ত্বাং ভজীয়ং (য) আমি তোমাকে আশ্রয়  
করি ।

২। আবাং লাজান্ ভৃজ্জেব (বহি) আমাদের দুইজনের লাজ  
(থে) ভাজা উচিত ।

আবাং বহ্নান্ মুজ্জেব (বহি) আমাদের দুইজনের বহ্ন  
দিগকে মুক্তকরা উচিত ।

আবাং মহতঃ আশ্রয়িব (বহি) আমাদের দুইজনের মহান্  
গণকে আশ্রয়করা উচিত

আবাং ধনানি গুহেব (বহি) আমাদের ধন গোপন করা  
উচিত।

৩। বয়ং বৃত্তান্ সিদ্ধেম (মহি) আমাদের বৃক্ষসমূহ সিক্ত  
করা উচিত।

বয়ং বস্ত্রাণি রজেম (মহি) আমাদের বস্ত্র সমূহ রঞ্জিত  
করা উচিত।

বয়ং মৃত্যান্ আদশেম (মবি) আমরা মৃত্যুগণকে আদেশ  
করি।

বয়ং তান্ ভজেম (মহি) আমরা তাহাদিগকে  
আশ্রয় করি।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য  
রচনা কর - আদিশ্য, ভজেবহি, মুচ্ছেমহি, শ্রযিব,  
তুদেমাহি, যাচেয, রজেব, সিদ্ধেম, খনিমহি, মরেব।

৫। শুদ্ধ কর—

অহং ব্রাহ্মণান্ ভজেমহি, আব্যাং ধনানি যাচেয,  
বয়ং বস্ত্রাণি রজেব, অহং বৃত্তান্ লুম্বে ব,  
আবাং লতাঃ সিদ্ধয়ং, বয়ং বস্ত্রাণি বযেয।

৬। সংস্কৃত কর—

আমাদের সমিধ্ সমূহ আহরণ করা উচিত।

আমি বীজ সমূহ বপন করি।

আমাদের দুইজনের তাহাদিগকে ভরণ করা উচিত।

আমার তাহাকে আশ্রয় করা উচিত।

আমাদের তাহাদিগকে আদেশ করা উচিত ।

আমাকে বস্ত্র সমূহ রঞ্জিত করিতে হইবে ।

আমাদিগকে ধন ভিক্ষা করিতে হইবে ।

আমাকে গৰ্ভ খনন করিতে হইবে ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যম পুরুষ

## প্রথম অধ্যায়

পরশ্শৈপদী ধাতু

- ১। ত্বং গৃহং গচ্ছ: তোমাকে গৃহে বাইতে হইবে ।  
ত্বং হমৈ: তুমি হাসিও ।  
ত্বং বেদান্ পঠ: তোমার বেদসমূহ পাঠকরা উচিত ।  
ত্বং মজ্জৈ: তুমি মগ্ন হইবে ।
- ২। যুবাং গস্ত্রাণি মনৈতং তোমরা দুইজন শাস্ত্র সমূহ পাঠ  
 করিও ।  
যুবাং লাজান্ কিবৈতং তোমাদের দুইজনের লাজসমূহ  
 বিকিরণ করা উচিত ।  
যুবাং জীবৈতং তোমরা দুইজন জীবিত থাকিও ।



যুবাং দুগ্ধং পিবিত, তোমাদের দুইজনের দুগ্ধপান করা  
উচিত।

৩। যুয়ং ঘটানি সৃজিত তোমাদিগকে ঘট প্রস্তুত করিতে  
হইবে।

যুয় পুস্তকানি পঠত তোমাদিগের পুস্তক পাঠ করা  
উচিত।

যুয়ং তত্র বসিত তোমরা সেখানে বাস করিও।

যুয়ং তান্ দশ্যত তোমরা তাহাদিগকে দংশনকরিও।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য  
রচনা কর—দহী, দগ্ধি, স্মৃশ্যত, ইচ্ছত, জয়িত, কিৰিত।

৫। সংস্কৃত কর—

ধেনু জল পান করিলে তুমিও জল পান করিও।

তোমরা দুইজন তাহাদিগকে দংশন করিও।

হিমালয়ে গমন করিয়া তোমরা তুষার সমূহ দেখিও।

তোমরা দুইজনে এই উদ্যানে প্রবেশ করিও।

তোমাদের তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

তোমাদের দুইজনের এই ভূতাতীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া  
উচিত।

পুত্রজন্মোপলক্ষে বন্দাদিগকে তোমার বিসর্জন করা  
উচিত।

• তোমাকে বনে বাইতে হইবে।

• তোমার বেদ সমূহ পাঠ করা উচিত নহে।

তোমরা স্মৃতে নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হইও ।

তোমার অশ্ব ত্যাগ করা উচিত ।

তোমাদের ধন অপহরণ করা উচিত নহে ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### আত্মনেপদী ধাতু

- ১। ত্বং স্ময়িষ্য: তুমি হাস্য করিও ।  
ত্বং নদীং ইচ্ছিষ্য: তোমার নদী দেখা উচিত ।  
ত্বং পণ্ডিতান্ মানিষ্য: তোমার পণ্ডিতদিগকে মান্য করা উচিত ।  
ত্বং মাং তিজিষ্য: তুমি আমাকে ক্ষমা করিও ।
- ২। যুবাং যিশূন্ আদরিষ্যাং তোমরা দুই জন শিশুগণকে আদর করিও ।  
যুবাং অন্নং যাচীয়াং তোমাদের দুই জনের অন্ন ভিক্ষা করা উচিত ।  
যুবাং বেদান্ গাহীয়াং তোমাদের দুই জনকে বেদ আলোচনা করিতে হইবে ।  
যুবাং অস্মান্ স্লাঘীয়াং তোমরা দুই জন আমাদিগকে প্রশংসা করিও ।

৩। যুয়ং দৌদেধ্বং তোমাদিগকে দীক্ষা গ্রহণ  
করিতে হইবে।

যুয়ং মমুদ্রং ইদেধ্বং তোমাদিগের সমুদ্র দেখা  
উচিত।

যুয়ং রাজকন্যাঃ উদ্বহেধ্বং তোমাদের রাজকন্যা নিবাহ  
করা উচিত।

যুয়ং তান্ ইজিধ্বং তোমাদের তাহাদিগকে কুৎসা  
করা উচিত।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া একএকটি বাক্য-  
রচনা কর—স্ময়েধ্বং, ইদেধ্বাঃ, ইজিয়াথাং, তিজিধ্বং,  
মিজিয়াথাং, গর্হেধ্বাং, শিজিয়াথাং, দৌদেধ্বং, উদ্বহেধ্বাঃ।

৫। শুদ্ধ কর—

(ক) ত্বং পণ্ডিতান্ স্মাধ্বাং, যুবাং অত্রং স্বাদেয়াথাং  
যুয়ং শাস্ত্রাণি গাহেত, ত্ব নিন্দকং গর্হেতাঃ,  
যুবাং পুষ্যাণি জঘ্নেয়াথাং।

(খ) ত্বং যমুনাং ইদেধ্বাং, যুবাং মাং তিজিয়াঃ,  
যুয়ং তান্ স্বাদেয়াথাং, যুবাং দ্রব্যাণি ময়েধ্বাং।

৬। সংস্কৃত কর

তোমাদের দুইজনের শিক্ষা করা উচিত।

তোমার তাহাকে কুৎসা করা উচিত নহে।

৭. তোমাদিগকে বেদ পাঠ করিতে হইবে।

তোমরা দীক্ষা গ্রহণ করিও।

তোমার তাহাদিগকে প্রশংসা করা উচিত।

তোমরা ধন লাভ করিও।

তোমাদের দুইজনের তাহাদিগকে সেবা করিতে হইবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### উভয়পদী ধাতু

১। ত্ব মাং আদিষ্যি: (জিহ্বা:) তোমার আমাকে আদেশ করা উচিত।

ত্ব বস্ত্রং রজি: (জিহ্বা) তুমি বস্ত্র রঞ্জিত করিও।

ত্বং প্রভুং ভজি: (জিহ্বা:) তুমি প্রভুকে আশ্রয় করিও।

ত্বং ধনানি গূহী: (হিহ্বা:) তোমাব ধনসমূহ গোপন করা উচিত।

২। যুবাং বন্দ্দিন: মুञ্চেতং (যাযাং) তোমরা দুইজন বন্দীদিগকে মুক্ত করিও।

যুবাং মাং আশ্রয়িতং (যাযাং) তোমরা দুইজনে আমাকে আশ্রয় করিও।

যুবাং বস্ত্রাণি বযিতং (যাযাং) তোমাদের দুইজনের বস্ত্র সমূহ বয়ন করা উচিত।

যুবাং বীজান্ বপিতং (যাযাং) তোমরা দুইজন বীজ সমূহ বপন করিও।

৩। যুয়ং হৃদ্যান্ সিञ্চেত (ধ্বং) তোমরা বৃক্ষ সমূহ সিক্ত করিও।

যুয়ং মাং ভরিত (ধ্বং) তোমরা আমাকে ভরণ করিও।

যুয়ং তান্ তুদেত (ধ্বং) তোমরা তাহাদিগকে কষ্টদিও।

যুয়ং ভূমিঞ্চ কর্ষত (ধ্বং) তোমরা ভূমি কৰ্ষণ করিবে।

৪। নিম্নলিখিত শব্দ গুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর—আদিগেধ্বং, ভজত, সুञ্চেথাঃ, তুদেঃ, খনেথাঃ, প্রমেধ্বং, প্রথিতাঃ, লুম্বেঃ, লিম্বেয়াথাঃ, সিञ্চেধ্বং, কর্ষেয়াথাঃ

৫। শুদ্ধ কর—

ত্বং মাং আদিগেতং, যুবাং তান্ সুञ্চেধ্বং, যুয়ং তং ভজিতাঃ,  
যুবাং চন্দনে গাভ্রং লিম্বেঃ, ত্বং তান্ তুদেত, যুয়ং অক্ষান্  
ভরিতাঃ।

৬। সংস্কৃত কর—

তোমরা কৃপা ভিক্ষা করিও।

তোমাদের দুই জনের সমিধ্ সমূহ আহরণ করা উচিত।

তুমি দরিদ্রগণকে ভরণ করিও।

তোমাদের সাধুগণকে আশ্রয় করা উচিত।

তোমাদিগকে বৃক্ষ সমূহ কর্তন করিতে হইবে।

তোমার পাপিগণকে কষ্ট দেওয়া উচিত।

তোমরা দুইজন বৃক্ষগুলি সিক্ত করিও।

তোমাদিগকে গর্ভ খনন করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিধিলিঙ্গ বিভক্তির ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

১। গৃহস্থাশ্রমে স্থিত্বা দ্বিজঃ বনে বসেৎ—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া  
দ্বিজ বনে বাস করিবেন।

গৃহস্থঃ যদা আত্মনঃ অঙ্গং পলিতং পশ্যেৎ তদা বনং  
মমাশ্রয়েৎ—গৃহস্থ যখন দেখিবেন নিজের অঙ্গ গলিত  
হইয়াছে তখন বন আশ্রয় করিবেন।

সঃ পুত্রেষু ভার্য্যা নিচ্ছিন্য ভার্য্যা সহ বা বনং গচ্ছেৎ—  
তিনি পুত্রগণের ইচ্ছা ভাৰ্য্যা সমর্পণ করিয়া অথবা ভাৰ্য্যার  
সহিত বন গমন করিবেন।

তে গ্রামাৎ নিচ্ছত্য নয়তে নন্দ্রিয়ঃ অরণ্যং নিবসেয়ুঃ—তাঁহারা  
গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে অরণ্যে বাস  
করিবেন।

২। বানপ্রস্থা বলম্বী গৃহস্থঃ মেধ্যৈঃ শাকমূলফলৈঃ মহাযজ্ঞান্  
নির্ব্বপেৎ। যদমশ্য ভবেৎ ততো বলি ভিক্ষা বিতরেৎ।  
জলমূলফলাদিভিরাশ্রমগতান্ অর্চয়েৎ। সদা স্বাধ্যায়ি  
নিযুক্তো ভবেৎ। যথাবিধি বিবিধান্ যাগান্ চ আহরেৎ।  
স মধুমাংস বর্জয়েৎ।

বানপ্রস্থাবলম্বী গৃহস্থ পবিত্র শাকমূল ফলের দ্বারা মহা-  
যজ্ঞসমূহ সম্পন্ন করিবেন। যাহা তাঁহার ভক্ষ্য হইবে তাহা  
হইতে যজ্ঞীয় বলি এবং ভিক্ষা দান করিবেন। জলমূল

ফলাদি দ্বারা আশ্রয়গত ব্যক্তিগণকে সৎকার করিবেন।  
সর্বদা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিবেন এবং বিধি অনুসারে  
বিবিধ যজ্ঞ করিবেন। তিনি মধু এবং মাংস বর্জন  
করিবেন।

- ৩। ত্বং অগ্নিপক্বাশনো ভবে:। দিবা শক্তিত: অন্নং ব্যাহৃত্য মাযং  
স্বাদে:। ভূমো বিপরিবর্তিতা:। যোষেষু অগ্নিবেষ্টিত: তিষ্ঠে:।  
মদা ধরাশায়ী ভবে:। ফলমূলাভাবে দ্বিজৈর্যো বনবাসিন্যো  
বা মেন্দমাচ্চরৈ:। বিবিধানি শাস্ত্রানি মবেদ্য:।

ভূমি অগ্নিপক্ব খাদ্যাহারা হও। দিবাভাগে যথাশক্তি  
অন্ন আহরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে ভক্ষণ করিও। ভূমিতে  
গড়াগড়ি যাইবে। গ্রীষ্মকালে অগ্নিমূহ কর্তৃক বেষ্টিত  
হইয়া থাকিবে। সর্বদা ধরাশায়া হইয়া থাকিবে।  
ফলমূলের অভাব হইলে দ্বিজ অথবা বনবাসাদিগের নিকট  
হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিও। তোমাকে বিবিধ শাস্ত্র  
অভ্যাস করিতে হইবে।

- ৪। অধৌল্যবিধিবদ্বৈদান্ পুত্রাং স্যোত্পাদ্য ধর্মত:।

ইদ্বা চ শক্তিতো যজ্ঞর্মনো মোচৈ নিবেশয়েত্ ॥

যথাবিধি বেদসমূহ পাঠ করিয়া ধর্ম্যানুসারে পুত্রোৎপাদন  
করিয়া শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মোক্ষে মনো  
নিবেশ করা উচিত।

৫। রাজা যিষ্টেষু যং ধর্মং, দুষ্টেষু যং নিয়মং সংস্থাপয়েত্ প্রজা: ন  
ন অতিক্রমেয়:—রাজা শিষ্টের প্রতি যে ধর্ম, এবং দুষ্কের

জন্ম যে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিবেন প্রজাগণ যেন তাহা অতিক্রম না করে ।

রাজা অপরাধিষু দণ্ডং প্রবর্তয়েৎ—রাজা অপরাধিগণের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবেন ।

৫। বয়ং প্রানহত্যায় ব্রাহ্মণান্ উপনিষ্টেমহি—প্রাতঃকালে উঠিয়া আমাদের ব্রাহ্মণগণকে সেবা করা উচিত ।

আবাং বিদুষাং শাসনেনিষ্টেব—বিদ্বান্গণের শাসনে আমাদের দুইজনের থাকা উচিত ।

যুয়ং বেদবিদঃ ব্রহ্মান্ বিদ্বান্ সদা সেবৈধ্বং—তোমরা বেদজ্ঞ বৃদ্ধ বিপ্রগণকে সর্বদা সেবা করিবে ।

৬। সংস্কৃত কর—

রাজার দুরন্তব্যাসন সমূহ ত্যাগ করা উচিত ।

তাহাদের ক্রোধ জয় করা উচিত ।

মহাপাতরা মন্ত্রিগণের সহিত রাজনীতি বিচার করিবেন ।

ব্রাহ্মণেরা এই এই বস্তু ভক্ষণ করিবেন না ।

তোমরা দুইজন সেই স্থানে বাইও না ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাচ্য পরিবর্তন

প্রথমপাঠ—কন্ম প্রথমপুরুষ

১। কর্তৃবাচ্য

কন্মবাচ্য

সীতা সরয়ং ইচ্ছত

সীতয়া সরয়ুঃ ইচ্ছত



- बालकः ग्रन्थं पठेत्      बालकेन ग्रन्थः पठ्येत  
 शक्ताः दुर्बलं तिजेरन्      शक्तैः दुर्बलः तिज्येत  
 अहं बालकं पश्येयं      मया बालकः दृश्येत  
 त्वं बालिकां पृच्छेः      त्वया बालिका पृच्छेयत  
 आवां शास्त्रं मनेव      आवाभ्यां शास्त्रं मन्येत  
 २। मातरः पुत्रौ स्वजेरन्      मातृभिः पुत्रौ स्वज्येयातां  
 बधूः धेनू अर्चन्तु      बध्वा धेनू अर्चयेयातां  
 बालकः अश्वौ स्पृशेत्      बालकेन अश्वौ स्पृश्येयातां  
 शिशुः मुनीं प्रणमेत्      शिशुना मुनीं प्रणम्येयातां  
 भृत्याः गृहस्वामिणीं सेवेरन्      भृत्यैः गृहस्वामिणीं सेव्येयातां  
 ७। दोग्धारः गाः पूजयुः      दोग्धृभिः गावः पूज्येरन्  
 पिता पुत्रान् स्वजेत      पिता पुत्राः स्वज्येरन्  
 बालकाः बलानि ईक्षेरन्      बालकैः बलानि ईक्ष्येरन्  
 अहं पुस्तकानि पठेयं      मया पुस्तकानि पठ्येरन्  
 त्वं माधून् पृच्छेः      त्वया साधवः पृच्छेयन्  
 युवां बालकान् पश्येत्      युवाभ्यां बालकाः दृश्येरन्  
 ८। निम्ननिश्चित शक्यं तुल्यं वावशात् कत्रिणं एकैककृत्  
 वाक्यं रचनां कर—तोर्येत, त्यज्येरन्, लिम्येयत,  
 उष्येयातां, दृश्येरन्, उच्च्येत, पठ्येत, स्मर्येरन्, मान्येयातां,  
 जीयेरन्, लभ्येत, सेव्येयातां, पीयेरन्, उच्येत, कोर्येरन्,  
 दध्येयातां ।

द्वितीय पाठ—कर्म उद्भव ७ मध्यम पुरुष

१ । कर्तृवाचा

कर्मवाचा

बालकाः मां स्पृशेयुः

बालकैः अहं स्पृश्येय

माता मां उपदिशेत्

मात्रा अहं उपदिश्येय

वधूः मां पृच्छेत्

वध्वा अहं पृच्छेय

२ । माता आवां स्वजेत

मात्रा आवां स्वज्येवहि

त्वं आवां सेवेथाः

त्वया आवां सेव्येवहि

ते आवां श्लाघेयु

तः आवां श्लाघ्येवहि

३ । भृत्याः अस्मान् पृच्छेयुः

भृत्यैः वयं पृच्छेमहि

सर्पेः अस्मान् दशेत्

सर्पेण वयं दृश्येमहि

पुत्रशोकः अस्मान् दहेत्

पुत्रशोकेन वयं दह्येमहि

४ । माता त्वां उपदिशेत्

मात्रा त्वं उपदिश्येथाः

अहं त्वां त्यजेयं

मया त्वं त्यज्याः

ते त्वां स्पृशेयुः

तैः त्वं स्पृशेयाः

५ । साधवः युवां पृच्छेतां

साधुभिः युवां पृच्छेयाथां

सर्पेः युवां दशेत्

सर्पेण युवां दृश्येयाथां

पण्डिताः युवां मानेरन्

पण्डितैः युवां मान्येयाथां

६ । ते युष्मान् याचेरन्

तैः यूयं याचेध्वं

अग्निः युष्मान् दहेत्

अग्निना यूयं दह्येध्वं

अहं यूष्मान् पश्यंयं

मया यूयं दृश्येध्वं

૧ । નિમ્ન લિખિત શબ્દગુણિ વ્યવહાર કરિયા એક એકઠી વાક્ય રચના કર—દૃષ્યેધ્વં, સેચ્યેમહિ, તુચ્યેયાતાં, દૃશ્યેય ત્યજ્યેમહિ, અર્ચ્યેયાથાં, મુચ્યેવહિ, ઉચ્યેય, સ્પૃશ્યેયાથાં ।

૮ । શુદ્ધકર—

મૃત્યૈઃ અહં સ્પૃશ્યેત, બાલિકાભિઃ મૃયં સ્પૃશ્યે યાઃ,  
અસ્માભિઃ બાલિકાઃ ઉચ્યેયાતાં. તેન આવાં સેચ્યેય,  
મુનિના વયં શુચ્યેધ્વં ।

### તૃતીય પાઠ

૧ । કર્ણવાઘ

ભાવવાઘ

દરિદ્રાઃ કઠેરન્

દરિદ્રૈઃ કઠ્યેત

પક્ષિણી કૂજેયાતાત્

પક્ષિમ્યાં કૂજ્યેત

દેવં ફલેત્

દૈવેન ફલ્યેત

ધેનવઃ અચ્ચેરન્

ધેનુભિઃ અચ્ચેત

યુવાં અત્ર વસેતં

યુવાભિઃ અત્ર ઉચ્યેત

વયં ચેષ્ટમહિ

અસ્માભિઃ ચેષ્ટાત

મમ્પત્ એધેત

મમ્પદા એધ્યેત

૨ । નિમ્નલિખિત શબ્દગુણિ વ્યવહાર કરિયા એક એકઠી વાક્ય રચના કર—ક્ષીયેત, ક્રમ્યેત, નર્દ્યેત, મિશ્યેત, સ્ફુત્યેત, ઘોત્યેત, મોહ્યેત, ગ્લાયેત, દૃહ્યેત, કન્યેત ।

૩ । વાઘપરિવર્તન કરિયા શુદ્ધ કરિયા લિખ—

યદિ અતિથિઃ આવ્રજેત્ તસ્મૈ અન્નં વિતરેત્ ।

প্রতিষি: ভোজনার্থং স্বে কুলগোত্রে ন নিবেদয়েৎ ।

দেবান্ ঋষীন্ মনুষ্ঠাংশ্ পূজয়িত্বা তত: পশ্চাৎ গৃহস্থ:  
শেষমুগ্ ভবেৎ ।

দ্বিজ: আয়ুষ: দ্বিতীয়ং ভাগং কৃতদাগো গৃহেবসেৎ ।

বিপ্র:শ্বহুত্ভগা কদাচন ন জীবৈৎ—সেবাং পরিবর্জয়েৎ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গাশিতা-পরিচয়

- ১। বসন্তঋতৌ প্রবৃতে সতি উষ্মারশ্মি: কুবেরগুপ্তা দিশং  
চলিত:, দক্ষিণা দিক্ চ মলয়ানিলং উত্পৃষ্টবতী ।  
অশোকেষু পল্লবানি কুসুম্যানি চ জাতানি । উত্কৃষ্ট-  
বর্ণযুক্তং অপি কর্ণিকারকুসুমং নির্গম্যতয়া চেত: তুদতি  
স্ম । অতিলোহিতানি পলাশানি অমম্পূর্ণবিকাশাৎ  
বালেন্দু: ইব বক্রাণি । তিলকহুত্ভা: দ্বিরেফান লোভন্তি  
স্ম, চূতহুত্ভাশ্চ অরুনিম্বা রক্ষিতা: । পিয়ালদ্রুম  
—মঞ্জরীণাং রজ:কণৈ: বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতা: সৃগা: প্রত্ননিলং  
বনপ্রদেশেষু চরন্তি স্ম । চূতাঙ্কুরাণাং আশ্বাদেন কষায়-  
কণ্ঠা: পুংস্কোঁকিলা: মধুরং কুজিতবন্ত: ।

বসন্তঋতু আরম্ভ হইলে সূর্য্যাদেব কুবের পালিত (উত্তর)  
দিক্ গমন করিলেন, এবং দক্ষিণ দিক মলয় বায়ু প্রবাহিত  
করিল । আশোকবৃক্ষে পল্লব ও কুসুম জাত হইল ;

এবং উৎকৃষ্টবর্ণ-যুক্ত হইয়াও কর্ণিকার কুসুম গন্ধহীনতা হেতু মনকে কষ্টদিতে লাগিল। অতিরক্তবর্ণ পলাশ কুসুমসমূহ অসম্পূর্ণ বিকাশহেতু নূতন চন্দ্রের ন্যায় বক্রাকার হইল। তিলক বৃক্ষ সমূহ ভ্রমরগণকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল এবং চূত বৃক্ষ সমূহ অরুণিমা দ্বারা রঞ্জিত হইল। পিয়াল বৃক্ষের মঞ্জুরী সমূহের পুষ্পারেণু দ্বারা অন্ধদৃষ্টি হইয়া মৃগসমূহ বাতাসের দিকে মুখকরিয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিল। চূত বৃক্ষের অক্ষুর সমূহ ভক্ষণ করিয়া রক্তকণ্ঠ পুরুষ কোকিলগণ সুন্দর কূজন করিল।

- ২। অথ ইন্দ্ৰাদিতুল্যং নরাধিপং সেবিতুং ইব মধুঃ সমাগতঃ ।  
 ধনদাধিষ্ঠিতাং দিশং জিগমিষুঃ রথযুজা নিবর্তিতাশ্চ:  
 রবিঃ প্রভাতানি বিমলয়ন মলয়ং নগং ত্যজতি স্ম ।  
 আদৌ কুসুমজন্ম ততো নবপল্লাবাঃ, তদনুষ্টপদকোকিল-  
 কূজিতং—ইত্যেवं প্রকারেণ দ্রুমবর্তী বনস্থলী অবতৌর্য্য  
 বসন্তঃ আবিরভূত । অপি নীরপতত্রিণো মধুনা পুষ্টাং  
 সরসঃ কমলিনী অভিগচ্ছন্তি স্ম । মধুপাঃ কুরবকাণাং  
 तरूणां मधूनि पोत्वा गीतवन्तः । কুসুমোচ্চমঃ মধুলোলুপঃ  
 মধুকরঃ বকুলং আকুলং কৃতবান্ । রবিণা হিমঃ বিরলৌ-  
 কতঃ । মলয়ানিলকম্পিতমহকারপল্লাবাঃ সর্ব্বেষাং মনাসি  
 हृतवन्तः । কুসুমিতাসু বনরাজিষু अन्यभृताभिरुद्वी-  
रिताः वाचः श्रुताः । নবমল্লিকা গন্ধপ্রধানয়া কুসুম-  
 रूपया हामकान्त्या पश्यतां मनः आकृष्टवती । অলিব্রজা:

বসন্তলক্ষ্মী: ছবিকবং মুখচূর্ণং হব কুসুমকেশবর্ণং  
অনুগচ্ছন্তি স্ম ।

অনন্তর যেন ইন্দ্রাদি সদৃশ নরপতিকে সেবা করিবার জন্য  
বসন্ত কাল সমুপস্থিত হইল । কুবেরপালিত দিক্ গমন  
করিতে ইচ্ছা করিয়া সারথি দ্বারা অশ্ব প্রত্যাবর্তন  
করাইয়া প্রভাত সনূহ বিমল করিতে করিতে রবি মলয়  
পর্বত ত্যাগ করিল । প্রথমে কুসুমের জন্ম, পরে নব-  
পল্লব সনূহ জাত হইল—তাহার পর ভ্রমর কোকিল  
প্রভৃতির গুঞ্জন—এই প্রকারে দ্রুমশোভিতবনস্থলীর  
মধ্যে বসন্ত আবির্ভূত হইল । ভ্রমরসনূহ এবং জল-  
পক্ষিগণ বসন্তকর্তৃক পরিপুষ্ট সরোবরের কমলসমূহের  
নিকট গমন করিল ; ভ্রমরেরা কুরবক বৃক্ষের মধুপান  
করিয়া গান করিতে লাগিল বিকশিত কুসুমসনূহ মধুলোভী  
ভ্রমরগণের দ্বারা বকুল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত করিল । সূর্য্য  
কর্তৃক হিম মন্দীকৃত হইল । মলয়বায়ুকম্পিত সহকারের  
পল্লব সনূহ সকলের মন হরণ করিল । কুসুমিত বন সমূহে  
কোকিলাগণ কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ শ্রুত হইল । নবমল্লিকা  
গন্ধযুক্ত কুসুমরূপহাস্তের দীপ্তি দ্বারা দ্রুমাদিগের মন  
আকৃষ্ট করিল । অলিকুল বসন্তলক্ষ্মীর শোভাকর  
মুখচূর্ণ-স্বরূপ কুসুমকেশররেণুর অনুগমন করিতে লাগিল ।

৩ । প্রমাতাযান্তু শর্ৎস্ব্যাং পৌরাস্তে রাঘবং বিনা ।

যৌকোপহননিস্বেষ্টা বম্বুবুহঁতচেতসঃ ।

शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्षमानास्ततस्ततः ।  
 आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥  
 ते विषादार्त्तवदना रक्षितास्तेन धौमता ।  
 क्लृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मणोषिणः ॥  
 धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहृतचेतनाः ।  
 नाद्यपश्यामहे रामं पृथूगस्कं महाभुजं ॥  
 कथं रामो महाबाहुः स तथावितथक्रियः ।  
 भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥  
 यो न सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरमान् ।  
 कथं रघूणां स श्रेष्ठस्थित्वा नो विपिनं गतः ॥  
 इहैव निधनं यामो महाप्रस्थानमेव वा ।  
 रामेण रक्षितानां हि किमर्थं जीवनं हितं ॥  
 मन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्त च ।  
 तैः प्रज्वाल्य चितां सर्व्वं प्रविशामोऽथ पावकं ॥  
 किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः ।  
 नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमं ॥  
 सा नून नगरी दीना दृष्ट्वास्मान् राघव विना ।  
 भविष्यति निरानन्दा मस्त्रोवालवयोऽधिका ॥  
 निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना ।  
 विहीना स्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीं ॥  
 इतोव बहुधा वाचो बाहुमुख्यस्य ते जनाः ।  
 विलपन्ति स्म दुःखार्त्ता हृतवत्मा इवाग्रगाः ॥

ততো মার্গানুমারেণ গচ্ছ' কিঞ্চিৎ ততঃ স্তন্যং ।

মার্গনাশা<sup>১</sup>দ্বিষা<sup>২</sup>দেন মহতা মমভিক্ষুতা ॥

রথমার্গানুমারেণ ন্যবতন্ত মনস্বিনঃ ।

কিমিদং কিং করিষ্যামা দেবনোপহতা ইতি ॥

ততো যথাগতেনৈব মার্গেণ ক্লান্তচেতসঃ ।

অযোধ্যামগমন্ সৰ্ব্ব' পুরীং ব্যথিতমজ্জনাং ॥

আলোক্য নগরীং তাস্চ ত্রয়য্যাকুলমানসাঃ ।

স্বাবর্ত্তয়ন্ত তে'শ্রুণি নয়নৈঃ শোকপীড়িতৈঃ ॥

রাত্রি প্রভাত হইলে পুরবাসিগণ রামকে না দেখিয়া শোকোপহত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া লুপ্তসংজ্ঞ হইলেন । দুঃখিত ও শোকাশ্রিতে মলিন তাঁহারা চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বামের আলোক পয্যন্ত ও দেখিতে পাইলেন না । সেই মনাষি ব্যক্তির ধোমান্ রামচন্দ্র বিরহিত হইয়াও বিষন্নবদনে দাঁন ও করুণ বাক্য সমূহ বলিতে লাগিলেন । সেই নিদ্রাকৈধিক্ বাহার দ্বারা লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া আমরা আজ বিশালবক্ষঃ মহাবাহু রামচন্দ্রকে দেখিতেপাইতেছি না । সেই অব্যর্থ কাব্য-কুশল রামচন্দ্র কেন ভক্ত লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবাস গমন করিলেন ! যিনি আমাদিগকে সর্ববদা পালন করিতেন ( পিতা যেমন ঔরস পুত্রদিগকে পালনকরেন ) সেই রঘুবংশীয়দিগের শ্রেষ্ঠ নরপতি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কেন বনগন করিলেন ? এখানেই আমরা ও মরিয়া যাই অথবা



মহাপ্রস্থান গমন করি। রামবিরহিত আমাদের জীবন নিস্প্রয়োজন। অনেক বড় বড় শুষ্ক কাষ্ঠ আছে ; তাহাদের দ্বারা চিত্তা জ্বালিয়া আমরা সকলে অগ্নি প্রবেশ করি। আমরা কি বলিব ? মহাবাহু অসূয়াহীন প্রিয়ংবদ সেই রাঘব আমাদের দ্বারা নীত হইয়াছেন—ইহাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? নিশ্চয়ই সেই নগরী রাঘব বিনা আমাদের দিকে দেখিয়া স্ত্রীবালাক ও প্রৌঢ়গণের সহিত নিরানন্দ হইবে। মহাত্মা সেই বীরের সহিত চিরকালের জন্য বহির্গত হইয়া পুনরায় তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই পুরী কেমন করিয়া দেখিব ? সেই লোকগণ বাহু উত্তোলন করিয়া দুঃখার্দ্দ হইয়া হতবৎস অগ্রগদিগেরন্মায় এইরূপ বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে মার্গ অনুসরণ করিয়া সেখান হইতে কিয়দ্দূরগমন করিয়া মার্গদেগিতে না পাইয়া মহাশোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে রথমার্গ অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ( এবং বলিতে লাগিলেন ) একি হইল ? কি করিব ! আমরা দৈব কর্তৃক হত হইয়াছি। অনন্তর যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই দুঃখিত মনে সকলে অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন ( যেখানকার সকল সজ্জনই দুঃখিত হইয়াছেন )। সেই নগরীকে দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া শোকপাড়িত নয়নে অশ্রু বিজ্জন করিতে লাগিলেন।

৪। রঘু শতনেত্র ইন্দ্রকে বলিলেন “হে দেবেন্দ্র, মনোষিগণ কর্তৃক আপনিই যজ্ঞাংশভোগীদিগের প্রধান বলিয়া কথিত হয়েন। তথাপি আপনি কেন সতত যজ্ঞনিরত আমার পিতার যজ্ঞ বিষয় করিবার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছেন? দিব্যচক্ষু আপনার দ্বারা যজ্ঞশত্রু সমূহ নিবারিত হওয়া উচিত। আপনি স্বয়ংই যদি ধর্ম্মাচারীদিগের অন্তরায় হয়েন তাহাহইলে পৃথিবী হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানের লোপ অবশ্য-স্তাবী। অতএব এই যজ্ঞীয় অশ মুক্ত করা আপনার উচিত।”

রঘুর এইরূপ ওজস্বী বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র রথ থামাইয়া তাঁহার উত্তর দিতে লাগিলেন—“হে রাজন্যকুমার—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কিন্তু যশই যাহাদের ধন তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সর্ববথা যশ রক্ষাকরিতে হইবে। তোমার পিতা শত-তম যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া জগদ্বিখ্যাত আমার যশ লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিশ্বে পুরুষোত্তম শব্দে যেমন হরিট একমাত্র দেব বুঝা যায়, হরই একমাত্র মহেশ্বর বলিয়া বিবেচিত, সেইরূপ মুনিগণ কর্তৃক আমিই একমাত্র শতক্রতু বলিয়া বিদিত। আমাদের এই নাম অন্য কোন ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নহে। সেই জন্যই আমার দ্বারা এই তুরঙ্গ অপহৃত হইয়াছে। এবিষয়ে তোমার চেষ্টায় কোনফল হইবে না।”

ইন্দ্রের এইরূপ স্থির বাক্য শুনিয়া ও নির্ভয়চিত্তে রঘু

ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“যদি এইরূপই আপনার প্রতিজ্ঞা তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন। রঘুকে পরাজিত না করিয়া আপনি সফল মনোরথ হইতে পারিবেন না।”

তাহার পর বিজয়াকাঙ্ক্ষা দুইজনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বাসব রত্নের পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“পর্বত সমূহেও যাহার তেজ অপ্রতিহত আমার সেই আয়ুধ তুমি ভিন্ন আর কাহারও কর্তৃক সহকরা হয় নাই। তুরঙ্গ ভিন্ন তুমি যাহা চাহ আমি তোমাকে তাহাই দান করিতে ইচ্ছা করি।”

এবু কহিলেন “যদি অশ্ব অমোচাই হয় তাহাই হইলে অশ্ব-বিনা ও আমার পিতা অশ্বমেধ ফলযুক্ত হউন; এবং যজ্ঞ-গৃহবাস করিতে করিতেই আপনার বার্তাবহ হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হউন এই দুই বর প্রার্থনা করি।”

রঘু: শতনেত্রং হৃদং বদন্তি স্ম—“হি দেবেন্দ্র মনৌষিभिः त्वमेव यज्ञांगभोगिनां प्रधानः कथ्यते। नत्कथं मततं यज्ञनिरतस्य मम पितुः यज्ञविघ्नाय यतसे। दिव्यचक्षुषा त्वया मन्त्रद्विष निवारितव्याः। स्वयं एव यदि धर्म-चारिणां अन्तराया भवे: तर्हि पृथिव्यां यज्ञानुष्ठानस्य लोपः अवश्यम्भावो भवेत्। अतः त्वं इमं यज्ञोप-करणं मुञ्चे:।”

১. রঘু: ईदृशीं ओजस्विनीं वाचं श्रुत्वा इन्द्र: रथं निवर्त्तय-  
तं उत्तरं वदितुं प्रक्रमते स्म—“हे राजन्यकुमार—यत् त्वं

वदसि तत् सत्यमेव । यशोधनैस्तु प्रतिद्वन्दिभ्यो ।  
यशः सर्व्वथा रक्षितव्यं । तव पिता शततमया इज्यया  
जगत्प्रथितं मम यशः हर्त्तुं उद्यतः । विश्वे पुरुषोत्तम  
शब्देन यथा हरिरेव एको देवो कथ्यते, यथा हर एव  
एको महेश्वरो विवेचितः, तथा मुनिभिः अहं एव एकः  
शतक्रतुः विदितः । अस्माकं एतानि नामानि अन्येषु न  
प्रयोज्यानि । अतएव मया अयं तुरङ्गः अपहृतः । अत्र  
तव चेष्टया अलं ।”

इन्द्रस्य एतां स्थिरामपि वाचं श्रुत्वा निभयो रघुः स्थिर-  
गन्धोरं तं कथयति—‘यदि एष एव तव सगः भवेत् तर्हि  
युद्धाय प्रवर्त्तेथाः । रघुं न पराजित्य त्वं कृतकृत्यो न  
भवेः ।’

अतः विजयाकाङ्क्षिणो तयोः तुमुलं युद्धं प्रवृत्तं । युधि  
रघोः पराक्रमेण मन्तुष्टः वामवो वदति—“अद्रिषु अपि  
यस्य तेजः अप्रतिहतं तत् मम आयुधं त्वदन्येन केनापि  
न मोढं । तुरङ्गात् ऋते त्वं यदेव याचसे तदेव तुभ्यं  
दातुं इच्छामि ।”

रघुः कथयति—“यदि अश्वः अमोच्य एव भवेत् तर्हि  
अश्वं विना अपि मम पिता अश्वमेधफलान्वितो भवतु,  
यज्ञगृहं अधिवसन् एव तव सन्देशहरात् इमां वार्त्तां  
लभेत । इमौ वरौ याचे ।”

५ । पशुराजो नरराजं कथयति—“हे महोपाल, तव अमेणं

অলং । প্রযুক্তং অপি অস্তং অত্র ব্রথা ভবেৎ । পাদপোন্-  
মূলনসমর্থং স-কন পর্বতে শক্তিহীনঃ । কৈলাসবত্ শুম্ভং  
বৃষং আকুরুতৌ প্রষ্টমূর্ত্তং পাদার্পণেন পুতপৃষ্ঠঃ কিঙ্করোঃ হং  
কুম্বোদরো নাম । পুরঃ অমং দেবদাকং পশ্যামি । পুত্রৌ-  
কৃতৌঃমৌ বৃষভধ্বজেন । অস্য ত্বক্ কদাচিত্ বন্য-  
দ্বিপেন উন্মথিতা । তদা প্রমৃতি এব বন্যদ্বিপানাং  
ব্রাসাথং অস্মিন্ সাদিকুতৌ শূলভূতা মিংহত্বং প্রাপ্তঃ অহং  
প্রেরিতঃ । অধুনা ইয়ং ধেনুঃ পরমেশ্বরাদিষ্টা স্তুপিতস্য  
মে ভোজনায় উপস্থিতা । অতএব নজ্জাং বিহায় ত্বং  
নিবর্ত্তস্ব । গুরো ভবান্ যথোচিতাং ভক্তি দর্শিতবান্ ।”

গিরিশপ্রভাবাত্ প্রত্যাহতাস্থা দিলীপঃ আত্মনি অবজ্ঞাং  
যিথিলোক্য বৃহত্তপোমারং মিংহং প্রতিবদতি—“ই সৃগেन्द्र  
স্বাঘরজঙ্ঘমানাং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণং স ইশ্বরো মম  
মান্যঃ । অপিচ পুরস্তাত্ নশ্যত্ আহিতাগ্নেঃ গোরূপং  
ধনং অনুপেচ্ছনীয়ং । অতএব ত্বং মটোয়িন দেহেন শরীর  
ব্রুত্টিং সম্পাদয়িত্বং প্রমোদ । মহর্ষেঃ ধেনুরিয়ং বিসৃজ্যতাং ।”

সিংহ রাজাকে বলিলেন—“হে মহোপাল তোমার  
পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন । এই স্থলে প্রযুক্ত অস্ত্রও ব্রথা  
ইহেবে । বৃক্ষোন্মূলনসমর্থ বায়ু পর্বতসম্বন্ধে শক্তিহীন ।  
কৈলাসসদৃশ শুভ্র বৃষ আরোহণ করিতে ইচ্ছুক অষ্টমূর্ত্তি  
মহাদেবের চরণস্থাপন দ্বারা পবিত্রপৃষ্ঠ আমি  
কুম্বোদর নামক কিঙ্কর । সম্মুখে ঐ দেবদাক বৃক্ষ

দেখিতেছেন। উহা বৃষবাহন মহাদেবকর্তৃক পুত্রবৎ গৃহাত হইয়াছে। কোন সময়ে উহার চর্ম্ম কোন বন্যহস্তী কর্তৃক উৎপাটিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বন্য করিগণের ভাতি উৎপাদনার্থ সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই অদ্রিগুহায় শূলধারী কর্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি। এক্ষণে এই ধেনু পরমেশ্বরাদেশে ক্ষুধিত আমার ভোজনের জন্ত উপস্থিত হইয়াছে। অতএব লজ্জা ত্যাগ করিয়া আপনি ফিরিয়া যাউন। গুরুর প্রতি আপনি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।”

মহাদেবের প্রভাবে রুদ্ধান্ত্র হওয়ায় দিনাপ নিজের প্রতি অনজ্ঞা হাস করিয়া বৃক্ষরক্ষক সিংহকে উত্তর প্রদান করিলেন—“পশুবাজ, স্থিতি ও গতিশীল সকল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের কর্ত্তা সেই ঈশ্বর আমার পূজনীয়। অথচ সম্মুখে নাশোন্মূখী অগ্নিহোতার সেই গোধন ও আমার উপেক্ষার পাত্র নহে। অতএব আপনি আমার শরীরের দ্বারা আপনার শরীরের রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রসন্ন হউন; এবং মহর্ষির এই ধেনু মুক্ত করুন।”

৬। সরস্বতী ও দ্বষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেশ আছে সেইদেশকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাবর্ত্ত কহেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্ত, পাঞ্চাল, ও শূরসেন এই চারিটী দেশ ব্রহ্মবিদেশ নামে অভিহিত। যে দেশ হিমালয় ও বিষ্ণা পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, বিজন দেশের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে সেই

দেশকে মধ্যদেশ বলে। পূর্ব পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং এই গিরিধয়েরই অন্তর্বর্তী দেশকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত কহেন। যেখানে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার-মৃগ বিচরণ করে সেই দেশ যজ্ঞিয়দেশ নামে খ্যাত। তন্নিম্ন স্থান স্লেচ্ছ-দেশ বলিয়া জ্ঞাত।

ব্রাহ্মাবর্ত্ত দেশে পরম্পরা ক্রমে যে আচার প্রচলিত আছে তাহাকে সদাচার বলে। ব্রাহ্মবিদেশজাত দ্বিজন্মগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল লোক আচার শিক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মগণ যত্নসহকারে এই সমুদয় দেশ আশ্রয় করিবেন। শূদ্রেরা যে কোনদেশে বাস করিতে পারে।

মরুস্রতীদৃষদ্ব্যোঃ দেবনদ্যোঃ অন্তরং যঃ দেশঃ তং দেশং পণ্ডিতাঃ ব্রহ্মাবর্ত্তং বদন্তি। কুরুদ্বীপমত্স্যপঞ্চাল-শূরসেনাঃ চত্বারো দেশাঃ ব্রহ্মর্ষিদেশাখ্যাঃ পাম্ভাঃ। হিম-বাহিন্যপৰ্ব্বতযোর্মধ্যং বিজনদেশাৎ প্রাক্ প্রয়াগাচ্চ প্রত্যেক্ যো দেশঃ স মধ্যদেশঃ স্মৃতঃ। পূৰ্ব্বপশ্চিমযোঃ আ সমুদ্রাৎ এতযোঃ এব গির্য্যোঃ অন্তরং চ যঃ দেশঃ স আর্য্যাবর্ত্ত ইত্যभिहितঃ। যত্র কৃষ্ণসারাঃ মৃগাঃ স্বभावतो विचरन्ति स यज्ञियदेशः प्रथितः। तस्मात् अन्यः स्लेच्छदेशो ज्ञातः।

ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে পরম্পরয়া য আচারঃ প্রচলতি স সদা-চারঃ কথ্যতে। ব্রহ্মর্ষিদেশজৈৰ্ভ্যঃ দ্বিজন্মভ্যঃ পৃথিব্যাঃ সৰ্ব্বৈ

मानवाः आचारं शिखेरन् । ब्राह्मणाः यत्नेन एतान् देशान्  
आश्रयेरन् । शूद्राः यस्मिन् कस्मिन् देशे वसेयुः ।

१ । वांछा कर—एवं वांछापन्निरवर्तन कर—

वयोविद्याधिकेन गुरुणा व्यवहृते शय्यासने न समा-  
विशेत् । स्वयं शय्यासनस्थः गुरौ आगते मति उत्थाय  
अभिवादयेत् ।

अभिवादनशौलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि संप्रवर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल ॥

(वशाच्छाठे) अभिवादात् परं विप्रो ज्यायाम् अभिवादयन् ।

अमौ नामाहं अस्मीति स्वंनाम परिकीर्त्तयेत् ॥

भोः शब्दं कीर्त्तयेदन्ते स्वस्थनाम्नः अभिवादने ।

आयुष्मान् भव मौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने ॥

(ज्ञाने) यो न वत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् ।

नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्त्रयैव सः ॥

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् क्षत्रवन्धुमनामयम् ।

वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्य मेव च ॥

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवौघानपि यो भवेत् ।

(ईशाके) भो भवत् पूर्व्वकन्तु एनमभिभाषेत धर्मावित् ॥

(इशेदेन) परपत्नी तुया स्त्री स्यादसम्बन्धा च यो नितः । (जम्भगत)

(नलिदेन) तां ब्रूयाद् भवतौ त्वेवं सुभगे भगिनीति च ॥

मातृलांसं पितृव्यांसं श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून् ।



অসী অহ ইতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যযৌয়সঃ ॥

মাটষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রুরথ পিটষ্বসা ।

সম্পূন্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥

(প্রণম্য) মাতৃভার্য্যাপি উপসংগ্ৰাহ্য

(প্রতিদিন) সবর্ণা অহন্যহনি অপি ।

(বিদেশ হইতে আগত) বিপ্রোথ তূপসংগ্ৰাহ্য

স্মৃতি সম্বন্ধি যৌষিতঃ ॥

৮। সংস্কৃত কর—

(ক) পিতৃভগিনী, মাতৃভগিনী এবং জ্যায়সী নিজভগিনীর প্রতি মাতৃবৎ বৃত্তি আচরণ করিবে। ইহাদের অপেক্ষা মাতা গরীয়সী। দশবর্ষ ব্রাহ্মণ এবং শতবর্ষ ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ পিতাপুত্র সম্বন্ধ সদৃশ। বিত্ত, গোত্র, বয়স, কৰ্ম্ম এবং বিজ্ঞা এই পাঁচটি সম্মানের পাত্র। ইহাদের মধ্যে উত্তর উত্তর অধিকতর গরীয়ান্। চক্রযুক্ত রথারোহী, নবতিবর্ষ অতিক্রান্ত অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, পোগী, ভারবাহক, স্ত্রীলোক, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত স্নাতক ব্রাহ্মণ, রাজা এবং বিবাহ বর ইহাদিগের যাইবার পথ দেওয়া উচিত। যেখানে ইহারা সকলে মিলিত সেখানে স্নাতক ও রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। কিন্তু রাজা ও স্নাতকের মধ্যে স্নাতকই অধিকতর মান্য। যে ব্রাহ্মণ শিশ্যিকে উপনয়ন দান করিয়া বেদ অধ্যাপনা করান তাঁহাকে আচার্য্য বলে। বেদের একভাগ মাত্র অথবা বেদাঙ্গ সমূহ যিনি জীবিকার

জন্ম অধ্যাপনা করান তাঁহাকে উপাধ্যায় বলে। যিনি নিষেকাদি সংস্কার সকল যথাবিধি সম্পন্ন করেন তাঁহাকে গুরু বলে। গৃহস্থের অগ্নি স্থাপন, পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমূহ যিনি সম্পন্ন করেন তিনি ঋত্বিক্ নামে অভিহিত হয়েন। দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা একজন আচার্য্য অধিক গরীয়ান্, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা অধিক গৌরবান্বিত এবং সহস্র পিতার অপেক্ষা মাতা অধিক গরীয়সী।

বাংলা কর—

(খ) অথ হৈমবর্তীং রাম দিশং ত্যজ্জা মহামুনিঃ ।

পূর্বাং দিশ মনুপ্রাপ্য তপস্তপে সুদারুণং ॥

মৌনং বর্ষমহস্য

কৃৎবা ব্রতমনুত্তমং ।

(করিলেন) (অতুল) চক্রা পতিমং গাম

তপঃ পরমদুষ্করং ॥

পূর্ণে বর্ষমহসে তু

কাষ্টভূতং মহামুনিং

(কম্পিত, পীড়িত) বিন্ধৈর্বহুভিরাদ্ধতং

ক্রোধোনান্तरमाविशत् ॥ (প্রবেশ করিল)

তস্য বর্ষমহস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ ।

ভোক্তমারত্ববাননং তস্মিন্ কালি রঘুত্তম ॥

इन्द्रो द्विजातिभूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ।

तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्व्वं विप्राय निश्चितः ॥

निःशेषितेऽन्ने भगवान् भुङ्क्तेव महातपाः ।

(बलिलेन) किञ्चिदवदद्भिप्रं मौनव्रतमुपास्थितः ॥

(छिलेन) तथंवासात् पुनश्चाँन

मनुच्छासं चकार ह । (निश्वास रोध)

अथ वर्षं सहस्रञ्च

नोच्छसन्मनिपुङ्गवः ॥ (निश्वास त्याग करिलेन)

तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्द्ध्नि धूमो व्यजायत । (जात इहेल)

त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तं आतापितमिवामवत् ॥ (इहेल)

ततो देवर्षि गन्धर्व्वाः पद्मगोरग राक्षसाः ।

मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः ॥

कञ्चलोपहताः सर्व्वे पितामहमथाब्रुवन् । (बलिलेन)

बहुभिःकारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः ॥

लोमतः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्द्धते ।

(पाप) न ह्यस्य वृजिनं किञ्चित् दृश्यते सूक्ष्ममप्युत ॥

नदीयते याद त्वस्य मनसा यदभोषितं ।

विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं ॥

व्याकुलाश्च दिशः सर्व्वा न च किञ्चित् प्रकाशते ।

रागराः क्षुभिताः सर्व्वे विशीर्य्यन्ते च पण्वन्ताः ॥

प्रकम्पते च वसुधा वायुर्ब्बातोह सङ्कुलः ।

सम्मूढमिव त्रैलोक्यं सम्प्रच्युतमानसं ।  
 भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा ॥  
 बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशि देव महामुनिः ।  
 तावत् प्रसादो भगवान्ग्निरूपो महाद्युतिः ॥  
 कालाग्निना यथापूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलं ।  
 देवराज चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः ॥  
 ततः सुरगणाः सर्वे पितामह पुरोगमाः ।  
 विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन् ॥ (बलिबलन)  
 ब्रह्मर्षिं स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ।  
 ब्राह्मण्य तपसोऽग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥

অষ্টম অনুশীলন  
প্রত্যয়ান্ত ধাতুর ব্যবহার  
প্রথম পরিচ্ছেদ

সনস্তু

[ বিশেষ দ্রষ্টব্য,— এই পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দগুলি  
পুনঃ পুনঃ পৰ্য্যোগ করিয়া আয়ত্ত  
করিতে হইবে । ]

প্রথম পাঠ

১। অহং পুস্তকানি পিপঠিষ্যামি আমি পুস্তক পাঠ করিতে  
ইচ্ছা করি ।

বালকাঃ তান্ নিনমেষুঃ বালকগণের তাহাদিগকে  
নমস্কার করিতে ইচ্ছা করা  
উচিত ।

চৌরী গৃহং দিধক্ষিতবন্তী চৌরদ্বয় গৃহটী দগ্ধ করিতে  
ইচ্ছা করিয়াছিল ।

বয়ং নৈঃ মহা বিবদিষিষ্যামঃ আমরা তাহাদের সহিত কথা  
কহিতে ইচ্ছা করিব ।

রাজাণী জিজীবিষিতাং রাজদ্বয় বাঁচিতে ইচ্ছা করুন

পুস্তকং হৃদং ময়া পিপঠিষিতং এই পুস্তক আমার দ্বারা  
পড়িতে ইচ্ছা করা হইয়া-  
ছিল ।

অহং চিচলিষিতবান্

আমি যাইতে ইচ্ছা করিয়া-

ছিলাম ।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—নিবর্হিষন্তি, চিচরিষে:, বিবসি-  
ষিতবান্, মিস্বদিষন্তে, মিস্বন্দিষত্বতি, মিস্বজিষেথা:

৩। সংস্কৃত কর—

কাহারা আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিবে ?

কোন রোগী ঔষধ আশ্বাদন করিতে ইচ্ছা করে ?

তোমাদের এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করা উচিত ।

বালকেরা কি গুরুগণকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ?

কাহারা চলিতে ইচ্ছা করিবে ?

পুস্তকগুলি দক্ষ করিতে ইচ্ছা করা উচিত নহে ।

তোমরা দুইজন আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে কেন ইচ্ছা

করিবে না ?

তাহারা সাধুগণের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না ।

বুদ্ধেরা কি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন ?

কোন ছাত্র পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করে না ?

আমাদিগকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করা তোমার উচিত ।

আমি ফলগুলি আশ্বাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ।

কে গৃহ সমূহ দক্ষ করিতে ইচ্ছা করিতে পারে ?

রোগী ভিন্ন কাহারো ঔষধ আশ্বাদন করিতে ইচ্ছা করে না ?

কাহারো এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ?

তাহারা সেখানে থাকিতে কেন ইচ্ছা করে না ?

আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি।

রোগীরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করুন।

### দ্বিতীয় পাঠ

১। অহং পত্রং লিখিষ্যামি আমি পত্র লিখিতে ইচ্ছা করি।

বালকাঃ শুশ্রূষামি বালকগণ শোভিত হইতে ইচ্ছা করুক।

বালিকাঃ নিনতিষিত- বালিকারা নৃত্য করিতে ইচ্ছা  
বত্য়ঃ করিয়াছিল।

বুদ্ধিমন্তঃ মিস্ময়িষন্তি বুদ্ধিমানেরা হাস্য করিতে ইচ্ছা করেন।

ভার্য্যা স্বামিনং বিবরৌ- ভাৰ্য্যা স্বামাকে বরণ করিতে ইচ্ছা  
ষাত করেন।

২। মা রুহিষিতবতা সেই দ্রাক্ষালোকটী রোদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।

অহং রুহিষাণি আমি রোদন করিতে ইচ্ছা করি।  
যুয়ং রুহিষত তোমরা রোদন করিতে ইচ্ছা কর।

গৃহস্থাঃ ধনাগমোপায়ং গৃহস্থেরা ধনাগমের উপায়  
বিবিদিষ্যুঃ জানিতে ইচ্ছা করুক।

বালকাঃ বিজ্ঞানানি বালকেরা বিজ্ঞান সমূহ জানিতে  
বিবিদিষন্তু ইচ্ছা করুক।

৩। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর—লিলেঽষিন্তু,  
শুশোভিষ্যাঃ, হৃদিষেৎ, সিস্ময়িষন্তাঃ, বিবরীষিষ্যতি,  
নিনর্টিষাণি, সিস্ময়িষামহৈ, বিবিদিষ্যম, শুশুবেন্ ।

৪। সংস্কৃত কর—

বালকদিগের শাস্ত্র সমূহ জানিতে ইচ্ছা করা উচিত ।  
আমাদের কি জানিতে ইচ্ছা করা উচিত ?  
তাহারা কি নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিবে ?  
কেন তোমরা ঐষৎ হান্ত করিতেছিলে ?  
কাহার শোভিত হইতে ইচ্ছা করে ?  
তোমরা কি পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছ ?  
কোন স্ত্রীরা এই স্বামিগণকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিবে ?  
নৃত্য করিতে ইচ্ছাকারী কাহার রাজাদেশে নিবর্তিত  
হইয়াছে !

### তৃতীয় পাঠ

১। 'শিয়ঃ' সুশ্রুত শিশু নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা  
করিতেছে ।  
ভোজনাৎ পরং সুশ্রুত ভোজনের পর তোমার নিদ্রা  
যাইতে ইচ্ছা করা উচিত ।  
ছাত্রঃ অধ্যাপকং প্রশ্ন করিতে  
অনি ইচ্ছা করে ।



কো মাং শিশ্রীষনি

কে আমাকে আশ্রয় করিতে  
ইচ্ছা করিতেছে।

পশ্চিণঃ বৃদ্ধান্

পশ্চিগণ বৃদ্ধসমূহ আশ্রয় করিতে

শিশ্রীষিতবন্তঃ

ইচ্ছা করিয়াছিল

যুয়ং পণ্ডিতান্

তোমরা পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা

পিপ্রচ্ছিত

করিও।

- ২। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচনা কর  
পিপ্রচ্ছিত্ব, পিপ্রচ্ছিতবন্তঃ, শিশ্রীষিত্ব, শিশ্রী-  
ষিত, শিশ্রীষিত্ব, শিশ্রীষিতমহি, সুষুপ্তামঃ, সুষুপ্ত,  
শিশ্রীষিতমান, সুষুপ্তিত্বা, অশিশ্রীষিত।

- ৩। সংস্কৃত কর-

আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতে করিতে  
বালিকারা আসিতেছিল। মহান্ ব্যক্তিগণকে আশ্রয়  
করিবার ইচ্ছা করিয়া দুর্বলগণ আনন্দিত হইতেছে।

তোমরা কেন গৃহস্থগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা  
কর না? তাহারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করুক।

কর্ত্তীরা সন্ধ্যাকালেই নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করুন, শিশু-  
গণ এখন নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে না।

‘কাহারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিবে!

চতুর্থ পাঠ

- ১। মুনিঃ ধেনুং জিঘৃক্ষ্যন্তি      মুনি ধেনু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা  
করিতেছেন।
- কৈ ফলানি জিঘৃক্ষ্যন্তি      কাহার ফল গ্রহণ করিতে  
ইচ্ছা করিবে ?
- অ্যান্নো মানুষং জিঘাংসমনি      বাঘ মানুষকে হনন করিতে  
ইচ্ছা করিতেছে।
- বীরাঃ শত্রুন্ জিঘাংসেযুঃ      বীরগণ শত্রুদিগকে হনন  
করিতে ইচ্ছা করুন।
- মাধবঃ গ্রামং জিগমিষি-  
তবন্তঃ      সাধুগণ গ্রাম যাউতে ইচ্ছা  
করিয়াছিলেন।
- চৌরঃ ধনানি জিহ্বোর্ষন্তি      চোর ধন অপহরণ করিতে  
ইচ্ছা করিবে।
- সেনাপতিঃ শত্রুং জিগীষিতবান্      সেনাপতি শত্রু জয় করিতে  
ইচ্ছা করিয়াছিলেন।
- ত্বং সেনাং জিগীষেঃ      তুমি সেনা জয় করিতে ইচ্ছা  
করিও।
- কৈ অস্মান্ জিগীষিষ্যন্তি      কাহার আমাদিগকে পরাজয়  
করিতে ইচ্ছা করিবে।

- ২। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর—জিঘৃক্ষন্, জিঘাংসন্তী, জিগীষিতবন্তী, জিহ্বোর্ষিত্বা, জিগমিষতু

জিঘাংস, জিগীষিত, জিগমিষেয়ুঃ, জিহীর্ষিমহি জুগুপে,  
জুগুপস্বাং, জুগুপস্বাং ।

৩। সংস্কৃত কর—

গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিতে করিতে বালিকারা অন্ন ভক্ষণ  
করিতেছে, ফল অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে  
দুষ্ট বালকেরা খেলিতেছে, শত্রুদিগকে জয় করিবার ইচ্ছা  
করিতে করিতে ধনু ধাবিত হইতেছে, তোমাদের আমার  
দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করা উচিত, রাম রাবণকে হনন  
করিতে ইচ্ছা করুন। কাহারো সত্যগোপন করিতে ইচ্ছা  
করিবে ?

### পঞ্চম পাঠ

১। রাজা পুত্রং ইপ্সম্ রাজা পুত্র পাইতে ইচ্ছা করেন।

গুণবন্তঃ জনাঃ বিদ্যাং গুণবানের বিদ্যা পাইতে ইচ্ছা  
ইপ্সেবন্ করুন।

সংসারিণঃ যশঃ লিপ্সমন্তাং সংসারিগণ যশ লাভ করিতে  
ইচ্ছা করুন।

কর্তারঃ কার্যমিচ্ছিঁ কর্তারা কার্য সিদ্ধিলাভ করিতে  
লিপ্সমন্তে ইচ্ছা করেন।

যুয়ং কানি লিপ্সম্বাং তোমরা কি লাভ করিতে ইচ্ছা  
কর ?

ত্বং রাজ্যং <u>লিপ্‌মস্ব</u>	তুমি রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা কর ।
তে কার্য্যং <u>আরিপ্‌মন্তে</u>	তাহারা কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছাকরেন ।
অমক্‌তাঃ অধুনৈব কার্য্যং <u>রিপ্‌মন্তাং</u>	অশক্তেরা এখনই কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করুন ।
বয়ং কার্য্যং <u>রিপ্‌সেমচ্ছি</u>	আমাদের কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করা উচিত ।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—রিপ্‌মমানঃ, লিপ্‌সেবন্, রিপ্‌সেম্ভ, রিপ্‌মিত্যামহি, লিপ্‌মিত্যন্তে ।

৩। সংস্কৃত কর—

ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা এখানে আসিতেছে ।

সন্ধ্যার পূর্বেই কান্না আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করা উচিত ।

যশ লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে বালকটী উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে ।

কাহারা কবির যশ পাইবার ইচ্ছা করিবে ?

## ষষ্ঠ পাঠ

- ১। সাধু: উপকারং চিকীর্ষতি সাধু উপকার করিতে ইচ্ছা  
করিতেছেন।
- ছাত্রা: কৃপাং চকোর্ষেযু: ছাত্রগণ কৃপা করিতে ইচ্ছা  
করুক।
- গৃহস্থ: পূজাং চিকোর্ষন্তু গৃহস্থ পূজা করিতে ইচ্ছা  
করুন।
- ভৃত্য: হস্তান্ চিকর্ত্তিষন্তি ভূতোর বস্ত্রসমূহ কত্তন  
করিতে ইচ্ছাকরে।
- মূষিকা: পাশং চিকর্ত্তিষন্তু মূষিকগণ জাল কাটিতে ইচ্ছা  
করুক।
- বালকা: লাজান্ চিকরি- বালকের লাজ বিকিরণ করিতে  
ষন্তু ইচ্ছা করা উচিত।
- বয়ং পুষ্যাণি চিকরিষেব আমাদের পুষ্প বিকীরণ  
করিতে ইচ্ছা করা উচিত।
- যুয়ং ভূমিঁ চিক্লব্ধ্বং তোমরা ভূমি কর্ষণ করিতে  
ইচ্ছা কর।
- ২। অহং তস্মাং ধনং দিত্বেয়ম্ আমার তাহাকে ধন দান  
করিতে ইচ্ছা করা উচিত।
- গৃহস্থা: ব্রাহ্মণেভ্য: গৃহস্থেরা ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র  
বস্ত্রাণি দিত্বেযু: দান করিতে ইচ্ছা করুন।

ত্বং অত্র পুস্তকং ধিত্ব ভূমি এখানে পুস্তক রাখিতে  
ইচ্ছা কর।

মৃত্যুঃ যথাস্থানং দ্রব্যানি ভূত্বোদের যথাস্থানে দ্রব্যসমূহ  
ধিত্বসেযুঃ রাখা উচিত।

ম চন্দ্রেণ মহ মুখং সে চন্দ্রের সহিত মুখ তুলনা  
মিত্বমতি করিতে ইচ্ছা করে।

পদ্মন মহ মুখং মিত্বসে: পদ্মের সহিত মুখ তুলনা  
করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

মৃত্যুঃ দুগ্ধং মিত্বমতু ভূতা দুগ্ধ পরিমাণ করুক।

শব্দগুলি ব্যবহার কর - চিকিত্বমন্তু, চিকৌষিত, চিকী-  
র্ষাণি, চিকরিষেযু, মিত্বমন্তু, মিত্বমামঃ, ধিত্বমত,  
দিতমিষ্যন্তি, চিক্রচ্চমাণঃ, দিত্বসেঃ, মিত্বমিতবতী,  
দিত্বমিতং, চিকৌষিতবন্ত, চিকরিষিতবন্ত্যঃ।

সংস্কৃত কর--

ভিক্ষুগণ আমাকে চিকিৎসা করিবেন।

আমাদিগকে কে দান করিতে ইচ্ছা করিবেন।

তঁাহারা দরিদ্রগণকে উপকার করিতে ইচ্ছা করুন।

তোমরা কি ভূমি কষণ করিতে ইচ্ছা করিবে না ?

বর্ষাকালে ক্ষেত্র কৰ্মণ করিবার ইচ্ছা করা উচিত।

পুষ্পসমূহ বালিকাগণ কর্তৃক বিকীরণ করিবার ইচ্ছা করা  
উচিত।

## সপ্তম পাঠ

- ১। বানরাঃ সমুদ্রং নিনীর্ষন্তু বানরগণ সমুদ্র পার হইতে  
ইচ্ছা করুক ।
- শিশুঃ পল্লিং দ্বিধীর্ষত শিশু পক্ষাকে ধারণ করিতে  
ইচ্ছা করুক ।
- মাধবঃ অস্মান্ নিতিল্লবন্ সাধুগণ আমাদিগকে ক্ষমা  
করিতে ইচ্ছা করুন ।
- যুযং তান্ নিনিল্লবন্ তোমাদের তাহাদিগকে ক্ষমা  
করিতে ইচ্ছা করা উচিত ।

## ২। সংস্কৃত কর—

চম্ব নদী পার হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল ।

মূঢ়লোকেরা ভেলার দ্বারা সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে ।

বনাকালে বেগবতী নদী সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করা উচিত  
নহে ।

অশক্তদিগকে ক্ষমা করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে তোমরা  
উদারচেতা হইবে ।

অষ্টম পাঠ

বাচ্য পরিবর্তন

- ১। মাধুনা চীরঃ নিতিন্দ্ৰ্যতে সাধু কৰ্ত্ত্বক চোরটী ক্ষমা  
করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে ।  
ত্বয়া অহং নিতিন্দ্ৰ্যে তোমার দ্বারা আমি ক্ষমা  
করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে ।  
যুস্মাভিঃ উপকারঃ স্বিকীর্ত্যতে তোমাদের দ্বারা উপকার  
করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে ।  
সেনাপতিনা স্বমূঃ জিগীষিতা সেনাপতি কৰ্ত্ত্বক সৈন্য  
পরাজয় করিতে ইচ্ছা করা  
হইয়াছিল ।  
বালকেন কাষ্ঠাণি দিধক্ষিতানি বালক কৰ্ত্ত্বক কাষ্ঠ সমূহ দগ্ধ  
করিতে ইচ্ছাকরা হইয়াছিল  
শিশুনা স্বপুষ্পিতং শিশু কৰ্ত্ত্বক নিজাবাইতে  
ইচ্ছা করা হইয়াছিল ।  
রোগিণা সুমূৰ্ধণি রোগী কৰ্ত্ত্বক মরিতে ইচ্ছা  
করা হইয়াছিল ।  
তেন পুস্তকানি দিধীর্থ্যন্তাং তাহার দ্বারা পুস্তক স্ংগূহ  
ধরিতে ইচ্ছা করা হউক ।



বানরৈঃ নদীঃ তিতীর্থ্যত বানরগণ কর্তৃক নদী সমূহ  
পার হইতে হইতে ইচ্ছা করা  
উচিত ।

ময়া বালিকা দিতৃচ্ছিত আমার দ্বারা বালিকা দেখিতে  
ইচ্ছা করা হইবে ।

বালিকাभिः বৃহদিষিতং বালিকাগণ কর্তৃক বোদন  
করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল ।

ব্রাহ্মণৈঃ যশ্চানি জুহুত্বৈব ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞ সমূহ  
আচরণ করিতে ইচ্ছা করা  
উচিত ।

ধনানি জিত্তোষিতাণি ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা  
করা হইয়াছিল ।

নটোभिः নিনর্তিষিতং নটীগণ কর্তৃক নৃত্যকরিতে  
ইচ্ছা করা হইয়াছিল ।

তেন যুয়ং পিপ্রচ্ছিষম্বে তাহার দ্বারা তোমরা ক্ষিপ্তা-  
সিত হইতেছ ।

২। সংস্কৃত কর—ও বাচ্য পরিবর্তন কর—

সর্ব বৃত্তান্ত দেখিতে ইচ্ছা করিয়া কাক এখানে আসিল ।  
আমার দ্বারা তোমার সহিত মৈত্রী করিতে ইচ্ছা করা  
হইতেছে ।

বন্ধুত্বের দ্বারা তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া সে আমাকে এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিবে।

মুগ ও কাক এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিবে।

রাজার আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন।

তোমাকে বন্ধু পাইতে ইচ্ছা করিয়া আমি এরূপ কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

দুইটি সম্যাসী পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

তোমাদের আমার গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

সম্রাট রাজ্য বিভাগ করিতেছেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ্য

## প্রথম পাঠ

- ১। অশ্বাঃ জাজব্যান্ত্ অশ্ব সনূহ সর্বদা অতিবেগে  
চলিতেছে।
- হস্তিনী নানর্হয়তি হস্তীদ্বয় পুনঃ পুনঃ গর্জন  
করিতেছে।
- পথিকাঃ চাচল্যন্তাঃ পথিকেরা সর্বদা চলিতে থাকুন।
- রোগিণাং মনাং মিতাতপ্যন্তে রোগিগণের মন সর্বদা তাপিত  
হয়।
- দশরথঃ বিলালপ্যিষ্যতি দশরথ পুনঃ পুনঃ বিলাপ  
করিবেন।
- ঔষধয়ঃ জাজবল্যন্তু ঔষধি সনূহ সর্বদা উজ্জ্বল হউক।
- অহং দেবান্ বাবন্দ্যে আমি দেবগণকে পুনঃ পুনঃ  
বন্দনা করি।
- মাধবঃ দুঃখানি মাসম্ভে- মাধুগণের দুঃখ সনূহ সহ্য করা  
বন্ উচিত।
- দৌগ্ধা গাভং বাবদ্যন্তাঃ দৌগ্ধা গোরুটো পুনঃ পুনঃ বন্ধন  
করুক।
- দ্বৈতপতয়ঃ বীজান্ ক্ষেত্রপতিগণ বীজসমূহ পুনঃ পুনঃ  
বাবদ্যন্তাঃ বপন করুক।

বাচালা: <u>বাৱদ্বিথন্তে</u>	বাচালগণ পুনঃ পুনঃ রলিবে ।
মুনি: বনে <u>বাৱস্বেত্</u>	মুনির বনে সর্বদা বাস করা উচিত ।
অহং ভারং <u>বাৱহ্মে</u>	আমি সর্বদা ভার বহন করিতেছি ।
ঋষয়: রাক্ষমান্ শাশ- <u>প্যিতবন্ত:</u>	ঋষিগণ রাক্ষসদিগকে পুনঃ পুনঃ শাপদিয়াছেন ।
বিচারক: ইমং <u>দাদহ্ণেয়াত্</u>	বিচারক উহাকে সর্বদা দণ্ড দিবেন ।
পাচকা: ইদং <u>দাদহ্মে বন্</u>	পাচকেরা ইহাকে পুনঃ পুনঃ দক্ষ করিবে ।

- ২ । শব্দগুলি ব্যবহার কর—তাত্যজ্যেরন্, দাদশ্যস্ব, দাদহ্মে, নানদ্বন্তে, নানন্দেদ্ব্যং, নানশ্যিতবান্, দাদহ্মমানং, তাত্যজ্যমান: বাৱজ্যসে, পাৱজ্যেমহি, বাৱদ্ব্যেদ্ব্যং, লালপ্যেয়, লালপ্যমান, পাৱত্বিথন্তে, পাৱচ্ছ্যেথা:, মামম্যমানা, রারচ্ছ্যং, রারম্য, লালম্যদ্ব্যং, বাৱহ্মন্তাং, বাৱদ্যেয়াতাং, সামহ্মেথাং ।

## দ্বিতীয় পাঠ

১। মম্বাট্ রাজ্যং বামম্ব্যতে সত্রাট্ পুনঃ পুনঃ রাজ্য বিভাগ  
করিতেছেন।

শিশুঃ অত্রং বামম্ব্যতে শিশুর পুনঃ পুনঃ অত্র ভক্ষণ  
করা উচিত।

মৃত্যুঃ পাত্রাণি বামম্ব্যতে ভৃত্য পুনঃ পুনঃ পাত্রগুলি ভগ্ন  
বান্ করিয়াছিল।

শিশুঃ জাহস্ম্যেত শিশুর সর্বদা হাস্ত করা উচিত।

মৃত্যুঃ জাগম্ম্যন্তে ভৃত্যেরা পুনঃ পুনঃ গঞ্জনা  
করিতেছে।

বালকো জাগম্ম্যন্তে বালকদ্বয় সর্বদা কথা বলুক।

মিচ্ছাঃ জাগম্ম্যন্তে মিঃহেরা সর্বদা গর্জজন করিবে।

অহং তান্ জাগম্ম্যন্তে আমি তাহাদিগকে সর্বদা নিন্দা  
করিতেছি।

ইমানি জাগম্ম্যন্তে এই সমুদায় পুনঃ পুনঃ ঘটতেছে।

সাধবঃ চাকম্ম্যন্তে সাধুগণ সর্বদা কষ্ট করুন।

রৌপ্যং চাকম্ম্যন্তে রৌপ্য সর্বদা চক্ চক্ করে।

মৃত্যুঃ চাকম্ম্যন্তে ভৃত্য সর্বদা কথা বলিতেছে।

বৃক্ষাঃ চাকম্ম্যন্তে বৃক্ষসমূহ সর্বদা কম্পিত  
হইতেছে।

अहं तान् चाकथ्येय आमार तांशदिगके मर्नद।  
प्रशंसा करा उचित ।

- २। शकृशुलि वावशर कर—जाहस्यन्तां, वाभज्यमानं,  
वाभक्ष्यमाणा, वभ्रम्येयातां जागर्ज्जते, चाकच्येरन्,  
चाकथ्यध्वं, चाकम्पिथन्ते, चाकथ्येयाः, जाघद्यन्तां,  
चाकथ्येयाथा ।

## তৃতীয় পট

- ১। কপণঃ ধনানি জোগৃহ্যতে কৃপণ ধন অতিশয় গোপন করে।
- কর্তা মৃত্যায় চোকুপ্যতে কর্তা ভূত্যের প্রতি অত্যন্ত কোপ করিতেছেন।
- কোকিলাঃ চোকূজ্যিথ্যন্তে কোকিলগণ সর্বদা কৃজন করিবে।
- রাজানঃ প্রজাঃ জোগৃহ্যন্তে রাজাদিগের প্রজাগণকে অতিশয় রক্ষা করা উচিত।
- ভ্রমরাঃ জোগৃহ্যন্তে ভ্রমরগণ সর্বদা গুঞ্জন করিতেছে।
- পুষ্পাণি চোচ্ছ্রিত্যন্তবন্তি পুষ্পসমূহ সর্বদা চ্যুত হইত।
- শোকঃ মাং নোতুদ্যতাং শোক আমাকে সর্বদা কষ্ট দান করুক।
- দোগ্ধারঃ গাং দোদুহ্যন্তে দোদ্ধারা গো সমূহ পুনঃ পুনঃ দোহন করে।
- বৃক্ষাঃ দোদুহ্যন্তে বৃক্ষসমূহ অতিশয় কম্পিত হইতেছে।
- বালকাঃ অশ্বমনঃ নোতুদ্যন্ত বালকেরা সর্বদা প্রস্তর সমূহ নিক্ষেপ করিতেছে।
- বৃক্ষাঃ দোদুহ্যন্ত বৃক্ষসমূহ অতিশয় পুষ্টিলাভ করুক।

ধীমন্তঃ বিজ্ঞানানি	ধীমান্দিগের বিজ্ঞানসমূহ
<u>বীবুধ্যেরন্</u>	অত্যন্ত বোধকরা উচিত।
অহং স্নাত্যং <u>বীভূজ্যেয়</u>	আমার পুনঃ পুনঃ ভোজন করা উচিত।
মাতা কন্যাং <u>বীভূষিতবতী</u>	মাতা কন্যাকে অত্যন্ত ভূষিত করিয়াছিলেন।
ইমানি বাবুযন্ত	এই সমুদয় সর্বদা হইয়া থাকে।
চতানি <u>মীমুচ্যন্ত</u>	চিহ্ন অতিশয় আনন্দিত হয়।
মেষঃ জলং <u>মীমুচ্যতে</u>	মেঘ সর্বদা জল বর্ষণ করিতেছে।
বালিকা রারুদ্যত	বালিকা সর্বদা রোদন করিতেছে।
চম্ঃ নদীং <u>রীকুদ্যেত</u>	সৈন্তের নদী রুদ্ধ করা উচিত
ধনানি মাং <u>লীলুভ্যন্ত</u>	ধন আমাকে অতিশয় বিমোহিত করিতেছে।

- ১। শব্দগুলি ব্যবহার কর—লীলুভ্যেরন্, শীশুচ্যন্তাং, রীকুদ্যন্তে, শীশুভ্যেত, তীষ্ট্যস্ব, জীগুদ্যন্তাং, জীগুদ্যেমহি, পীপুদ্যধ্বং, দীপুদ্যিষ্যথ্যে, তীতুদ্যিষ্যন্তে, মীমুদ্যিতবন্ত্যঃ, মীমুদ্যমানানি, শীশুদ্যধ্বং, জীহুদ্যন্তে।



## চতুর্থ পাঠ

- ১। বালকঃ চেক্লিষ্যতে বালকটী অতিশয় ক্লেশ  
করিতেছে।
- পর্বতাঃ চেচীযন্তে পর্বত সগৃহ সর্বদা ক্ষয়  
প্রাপ্ত হয়।
- দেত্যাঃ প্রহ্লাদং চেচ্চিপ্যিতবন্তঃ দৈত্যেরা প্রহ্লাদকে পুনঃ  
পুনঃ নিক্ষেপ করিয়াছিল।
- বালকাঃ পুষ্পাণি চচীযন্তে বালকেরা পুষ্প সগৃহ পুনঃ  
পুনঃ চয়ন করিতেছে।
- মন্ত্রিণঃ চেচিন্ত্যেগ্ন মন্ত্রিগণের অতিশয় চিন্তা করা  
উচিত।
- ইন্দুরাঃ জালং চেচ্ছদ্যন্তাঃ ইন্দুবেরা সর্বদা জাল ছেদন  
করুক।
- অয়ং সেনাপতিঃ জেজীযতাং এই সেনাপতি সর্বদা জয়লাভ  
করুন।
- ত্বং জেজীযস্ব তুমি সর্বদা জীবিত থাক।
- অগ্নিঃ দেদীপ্যতাং অগ্নি অতিশয় দীপ্ত হউক।
- ত্বং মাং নেনিন্দ্যসে তুমি আমাকে সর্বদা নিন্দা  
করিতেছ।
- মৃত্যুঃ এতৎ নেনীযতাং ভৃত্য এই জিনিসটী পুনঃপুনঃ  
লইয়া যাউক।

দেত্বা: দেবান্ পেপৌছিতবন্ত: দৈত্যেরা দেবগণকে পুনঃ পুনঃ

পৌড়ন করিত ।

বংশানিকা: পর্বতান্

বৈজ্ঞানিকগণের পর্বত সমূহ

বেম্বিয়েরন্

সর্বদা ভেদ করা উচিত ।

শিশু: সর্পাত্ বেম্বীয়তে

শিশু সর্প হইতে অতিশয় ভয়  
পায় ।

বণিজ: পদার্থানি

বণিকদিগের পদার্থ সমূহ সর্বদা

মেম্বীয়েরন্

পরিমাপ করা উচিত ।

- ২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—সেমিচ্যমানা, বেম্বীয়ন্তা, লেলি-  
প্যধ্ব, লেলিখ্যে মহি, লেলিছ্যেথা, বিবিজ্যিতবত্ব:,  
বেবিজ্যধ্ব, বিবিজ্যেথা, শিশিচ্যন্তে, সেমিচ্যস্ব, চেচিন্ত্যন্তে,  
নেনিন্দিয়তবন্ত, নেনৌয়, পেপৌছন্তা ।

পঞ্চম পাঠ

- ১। অতিথয়: জঙ্ঘম্যন্তা অতিথিগণ সর্বদা গমন করুন।  
 রোগী বঁবম্যতে রোগী সর্বদা বমন করিতেছে।  
 বালকা: চড়কম্যন্তে বালকগণ সর্বদা গমন করিতেছে।  
 সাধব: অপরাধিনো সাধুগণ সর্বদা অপরাধীদিগকে  
চড়কম্যন্তে ক্ষমা করিতেছেন।  
 বালকা: অন্নং চম্বম্যন্তে বালকেরা অন্ন ভক্ষণ করিতেছে।  
 সম্রাট বিদ্রোহিণ: সম্রাট সর্বদা বিদ্রোহীদিগকে  
দন্দম্যন্তে দমন করিতেছেন।  
 শিশব: মাং ননম্যন্তে শিশুগণ আমাকে সর্বদা নমস্কার  
 করিতেছে।  
 বালিকা রং রম্যন্তে বালিকা সর্বদা খেলা করিতেছে।  
 মুনি: ক্রোধং শংসম্যন্তে মুনিগণ সর্বদা ক্রোধ শাস্ত করা  
 উচিত।  
 পৃথিবী চম্বম্যন্তে পৃথিবী সর্বদা চলিতেছে।  
 কর্ণক: গর্তং চড়কম্যন্তা কুমক সর্বদা গর্ত খনন করুক।  
 তরু: জম্বম্যন্তে তরুটী সর্বদা জাত হইতেছে।  
 সম্রাট রাজ্যং তন্তম্যন্তে সম্রাট সর্বদা রাজ্য বিস্তার  
 করিতেছেন।

বালক: পাঠং মম্মন্যতে      বালক সর্বদা পাঠ মনে করি-  
তেছে।

দেবা: দংত্যান্ জঙ্ঘন্যন্তে      দেবগণ দৈত্যাদিগকে সর্বদা হনন  
করিতেছেন।

শব্দগুলি ব্যবহার কর—জঙ্ঘম্যেত, বংঘম্যতাং, চংঘম্যি-  
তবত্য:, চঙঘম্যিথ্যন্তে, দন্দম্যিতবান্, ননম্যেমহি,  
তন্তন্যমানা, জঙ্ঘন্যমানান্, চঙ্ঘল্যেরন্, বম্ভম্যতাং।

## ষষ্ঠ পাঠ

- ১। বালকঃ দোষং চক্রায়ত্নে বালক সর্বদা দোষ করিতেছে।  
পিতা পুত্রং আদেদ্রায়ত্নে পিতা পুত্রকে সর্বদা আদর  
 করিতেছেন।

বালকঃ পুস্তকং দেদ্রায়ত্নে বালক পুস্তকটী সর্বদা ধরিতেছে।

স্বামী পত্নীং বৈশ্রায়ত্নে স্বামী পত্নীকে সর্বদা ভরণ করেন।

লাকাঃ মেস্রায়ন্তে লোকেরা আভিষয় মরিতেছে।

সর্পাঃ সন্স্রায়ন্তে সর্প সন্স্র সর্বদা গমন করিতেছে।

বধূঃ জঙ্ঘায়ত্নে বধূ সর্বদা লজ্জা করে।

চারঃ ধনানি জঙ্ঘায়ত্নে চোর ধনসন্স্র সর্বদা হরণ করে।

শব্দগুলি ব্যবহার কর - বৈশ্রায়িত্ব, সন্স্রায়ন্তা, মেস্রায়িত-  
 বন্তঃ, দেদ্রীয়মানঃ, দেদ্রীয়স্ব, জেদ্রীয়ন্তা, বৈদ্রীয়স্ব,  
 শৈশ্রীয়তা।

সপ্তম পাঠ

- ১। মৃত্যুঃ স্তন্যান্ চরীকৃত্যতে ভৃত্য বৃক্ষগুলি সৰ্বদা কাটিতেছে।  
জৈত্রপতিঃ ভূমিং চরীকৃত্যতে ক্ষেত্রপতি সৰ্বদা ভূমিকৰ্ষণ করে।  
রাজানঃ করং জরৌষ্ঠ্যরন্ রাজারা সৰ্বদা কর গ্রহণ করি-  
 বেন।  
সেবকঃ মাং তরোতপ্যতে সেবক আমাকে সৰ্বদা সম্ভুক্ত  
 করিতেছে।  
শিশুঃ নদীং দরৌতপ্যতে শিশু নদীকে সৰ্বদা দেখিতেছে।  
মৃদাঃ দরৌতপ্যন্তে মূৰ্খেরা সৰ্বদা দৰ্প করে।  
নর্যঃ নরীমৃত্যন্তে নটীরা সৰ্বদা নৃত্য করে।  
পুষ্পাণি বরোভ্রশ্যন্তে পুষ্প সমূহ চ্যুত হয়।  
পাচকাঃ মতস্যান্  
বরীমৃত্যন্তে পাচকেরা সৰ্বদা মৎস্য ভাজি-  
 তেছে।  
মৃত্যুঃ পাচাণি  
মরীমৃত্যন্তে ভৃত্যগণ পাত্র সমূহ সৰ্বদা শুদ্ধ  
 করিতেছে।  
শিশবঃ মাং মরীমৃত্যন্তে শিশুরা আমাকে সৰ্বদা স্পর্শ  
 করে।  
পিতা অক্ষান্ মরীমৃত্যন্তে পিতা আমাদিগকে সৰ্বদা ক্ষমা  
 করেন।  
ব্যাঘ্রাঃ অন্ন বরীমৃত্যন্তে ব্যাঘ্র সমূহ এখানে সৰ্বদা থাকে।  
বিধাতা বিশ্বং  
সরীমৃত্যন্তে বিধাতা সৰ্বদা বিশ্ব সৃষ্টি  
 করিতেছেন।  
মেঘাঃ সরীমৃত্যন্তে মেঘ সমূহ সৰ্বদা চলিতেছে।

- ১ ময়া ভার: বাবহ্যতে মৎকর্তৃক সর্বদা ভার বহন করা হয় ।
- শিশুনা জাহস্যেত শিশু: কর্তৃক সর্বদা হাশ্য করা উচিত ।
- তেন সাধব: চাকথ্যেরন্ তাহার দ্বারা সাধুগণ সর্বদা প্রশংসিত হয়েন ।
- অনয়া ঘটনয়া জাঘচ্ছিতং এই ঘটনা সর্বদা ঘটিত হইয়াছে ।
- পুষ্পৈ: চোচ্চ্যন্তিতং পুষ্প সমূহ সর্বদা ছাত হইয়াছে ।
- বালকৈ: অশমান: বালকগণ কর্তৃক সর্বদা প্রস্তুত সগৃহ নিষ্কৃষ্ট হউক ।
- মোনুদ্যন্তাং বালিকয়া পুষ্পাণি বালিকা কর্তৃক সর্বদা পুষ্প সমূহ চয়ন করা উচিত ।
- চেচৌয়েরন্ বয়ং সাধুभि: তেতিষ্যামহে সাধুগণ কর্তৃক আমরা সর্বদা ক্রমাকৃত হই ।
- সম্রাজা যন্তু: দন্দম্যেত সম্রাট কর্তৃক সর্বদা শত্রু দমন করা উচিত ।
- দৈবৈ: দৈত্যা: জঙ্ঘন্যন্তাং দেবগণ কর্তৃক দৈত্যেরা সর্বদা হত হউক ।

বধ্বা জিহ্মায়তি

বধু কর্তৃক লজ্জা করা হইতেছে।

মৃত্যেন ব্রহ্মা:

ভৃত্য কর্তৃক বৃক্ষসমূহ সর্বদা

চরীকৃত্বিনা: কর্তৃত্বিত হইয়াছে।

২। সংস্কৃত কর—

কোন্ দোষী কর্তৃক ধেনু সকল সর্বদা দোহন করা  
উচিত ?

কোন্ পাচকগণ কর্তৃক লাজসমূহ সর্বদা ভাজা হইবে ?

তাহাদের কর্তৃক আমরা সর্বদা কষ্ট দত্ত হইয়াছি।

কাহাদিগের সর্বদা প্রণাম করা হইবে।

শত্রুগণ আমাদের দ্বারা সর্বদা নিহত হওয়া উচিত।

পর্যন্ত সমূহ তোমাদের দ্বারা সর্বদা ভগ্ন করা হউক।

তোমরা তাহাদিগকে সর্বদা নিন্দা করিবে।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামধাতু

প্রথম অধ্যায়

পরস্মৈপদা

প্রথম পাঠ

১। অসৌ পুত্রকাম্যতু      তিনি নিজের পুত্র কামনা  
করুন।

রাজপুত্র: পত্নীকাম্যিষ্যতি      রাজপুত্র নিজের পত্নী কামনা  
করিবেন।

কোন যশ: কাম্যতি      কে নিজের যশ কামনা  
করে না ?

২। সংস্কৃত কর—

সংসারিগণের নিজের ধন কামনা করা উচিত।

বৃদ্ধেরা নিজেদের মৃত্যুকামনা করিতেছিল।

তাহারা নিজেদের লাভ কামনা করিবে।

দ্বিতীয় পাঠ

১। পুত্রঃ পিতরং নমস্ক্যনি      পুত্র    পিতাকে    নমস্কার  
করিতেছে।

মুনিঃ তপস্ম্যনু      মুনি তপ করিছেন।

২। সংস্কৃত কর---

বালিকা মাতাকে নমস্কার করিতেছিল।

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

---

[ বিশেষ দ্রষ্টব্য,—প্রত্যয়ান্ত্র ধাতুগুলির ব্যবহার শিক্ষা করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাদের নির্বাচন ও সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে ]

## তৃতীয় পাঠ

- ১। অমৌ রজ্জুং মর্পাযতি      সে রজ্জুকে সর্পের মত  
ভাবিতেছে ।
- বীরঃ শত্রুন্ ত্ৰণায়তি      বীর শত্রুগণকে তৃণ-জ্ঞান  
করিতেছেন ।
- দুৰ্ব্বীৰ্হঃ ভ্রাতৃন্ শত্রুযতি      দুর্ব্বুদ্ধি ভ্রাতৃগণকে শত্রুরন্যায়  
আচরণ করিতেছে ।
- কর্ত্তা মৃত্যুং বন্দুযতি      কর্ত্তা ভৃত্যকে বন্ধুর ন্যায়  
আচরণ করিতেছেন ।

২। সংস্কৃত কর—

বিদেশীয় ব্যক্তিগণকে মিত্রবৎ আচরণ করা উচিত ।  
মহাপুরুষেরা শত্রুগণকে মিত্রের ন্যায় আচরণ করিতেন ।  
আচার্য্যগণ শিষ্যদিগকে পুত্রবৎ আচরণ করিতেন ।  
শিক্ষককে গুরুরন্যায় আচরণ করা উচিত ।

## চতুর্থ পাঠ

### বাচ্য পরিবর্তন

অমুনা পুত্রকাম্যতে      ঐ ব্যক্তি কর্তৃক নিজ পুত্র  
কামনা করা হইতেছে।

পুত্রেণ পিতা নমস্ক্যতে      পুত্র কর্তৃক পিতা নমস্কার  
করা হয়েন।

মুনিনা কঠোরং নপস্ক্যেত      মুনিকর্তৃক কঠোর তপস্শ্রাব্য  
উচিত।

দুৰ্ব্বুদ্ভিনা ভ্রাতরঃ শত্রুযন্তে      দুর্ব্বুদ্ধি কর্তৃক ভ্রাতৃগণ  
শত্রুবৎ আচরিত হয়েন।

বিদেশিনঃ বন্ধ্যুযেরন্      বিদেশী ব্যক্তিগণ বন্ধুবৎ  
আচরিত হওয়া উচিত।

শিক্ষকৌ পিত্নীয্যেযাতা\*      শিক্ষকদ্বয় পিতৃবৎ আচরিত  
হওয়া উচিত।

। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর—বন্ধ্যুযেযাঃ,  
পিত্নীয্যেয, নপস্ক্যতং, নমস্ক্যতবতী, পুত্রকাম্যতং,  
তৃণায়ন্তে, নমস্ক্যেযাঃ, ধনকাম্যন্তা।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মনেপদা

প্রথম পাঠ

আচরণ

১। বিশ্বামিত্রঃ রামং পিত্রীযতং বিশ্বামিত্র রামের পিতার ন্যায়  
আচরণ করিতেছেন।

কৌণ্ড্যং মাং ভ্রাত্রীযতং কে এই আমাকে ভ্রাতার ন্যায়  
আচরণ করিতেছে ?

অতিথিঃ ত্বাং বন্ধুযতং অতিথি তোমার বন্ধুর ন্যায়  
আচরণ করিতেছে।

বালকঃ ত্বাং শিষ্যায়তং বালক তোমার শিষ্যের ন্যায়  
আচরণ করিতেছে।

কথং ত্বং মাং শত্রুযমে কেন তুমি আমাকে শত্রুর  
ন্যায় আচরণ করিতেছ ?

গর্দভঃ ব্যাঘ্রায়তং গর্দভ ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণ  
করিতেছে।

২। সাস্কৃত কর—

এই খাড়া বিষের ন্যায় আচরণ করিতেছে।

তোমার ভ্রাতা আমার শত্রুবৎ আচরণ করিতেছে।

রাজা ব্রাহ্মণের ন্যায় আচরণ করিতেছেন।

শিষ্যগণের শিক্ষককে পুত্রের ন্যায় আচরণ করা উচিত।

বিদেশীয়গণের আগাদিগের সহিত মিত্রের ন্যায় আচরণ  
করা উচিত।

দ্বিতীয় পাঠ

করণ

- ১। মীঃ শব্দায়তি                      গোরু শব্দ করিতেছে।  
বালকাঃ কলহায়ন্তা              বালকেরা কলহ করুক।  
স রাজা বৈবায়তি                      সেই রাজা শত্রুতা করিতেছে।
- ২। সংস্কৃত কর—  
 পক্ষিগণের শব্দ করা উচিত।  
 স্ত্রীলোকেরা কলহ করিয়া কাঁদিবে।  
 কাহারও আমাদিগের শত্রুতা করিবে ?



চতুর্থ পাঠ

উদ্বমন

- ১। অগ্নি: ধূমায়তে      অগ্নি ধূম উদ্বমন করিতেছে ।  
সমুদ্র: বাষ্পায়তে      সমুদ্র বাষ্প উদ্বমন করিতেছে ।  
নদ্য: ফেনায়ন্তে      নদী সমূহ ফেন উদ্বমন করিতেছে ।

২। সংস্কৃত কর—

অগ্নিদ্বয়ের ধূম উদ্বমন করা উচিত ।

নদী গ্রীষ্মকালে বাষ্প উদ্বমন করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়



- ১। সূর্যঃ পণ্ডিতায়তি      মুখ পণ্ডিত হইতেছে ।  
শবঃ দুৰ্ম্মনায়তি      শব দুৰ্ম্মন হইতেছে ।  
বহ্নিঃ তেজঃ মন্দায়তি      সূর্যের তেজ হ্রাস হইতেছে ।  
হিমঃ শুক্লায়তি      হংসের শব্দ হওয়া উচিত ।  
মাধবঃ দরিদ্রায়তি      মাধুগণের দরিদ্র হওয়া উচিত

২। সংস্কৃত কর—

আকাশ ক্রমশঃ শ্বেত হইতেছিল ।

মেঘ পূঞ্জ কল্য কৃষ্ণ হইবে ।

রাজা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন ।

ষষ্ঠ পাঠ

বাচ্য-পরিবর্তন

- ১। অগ্নিনা ধূমায়িত      অগ্নি দ্বারা ধূম উদ্ভবন করা  
উচিত।
- তেন অহং পিত্রীয়ঃ\*      তাঁহার দ্বারা আমার পিতার  
ন্যায় আচরণ করা হয় :
- মূর্খ্যেণ পণ্ডিতায়তান্      মূর্খের দ্বারা পণ্ডিত হওয়া  
হউক।
- ২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—পুত্রীয়, শূক্ৰায়িত, কলহায়ত,  
ফিনায়ত, কচ্ছায়ত, বধূয়।

\* পিত্রীয়তি, ও পিত্রীয়তে এই দুই শব্দের অর্থ বিপরীত। কিন্তু  
কন্ম ও ভাববাচ্যে দুই অর্থে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়—পিত্রীয়তে।

## ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅଷୋକ୍ୟ କର୍ତ୍ତାୟ ତୃତୀୟା

ପ୍ରଥମ ପାଠ

- ୧ । ବାଳକ: ମୟା ଦେବନିନ୍ଦା ବାଳକ ଆମାକେ ଦେବନିନ୍ଦା  
ସ୍ରାବୟତି ଶୁନାଉତେଛେ ।  
 ମ ବାଳକେନକାର୍ଯ୍ୟ କାରୟିଷ୍ୟତି ସେ ବାଳକକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରା  
 ଈବେ ।  
 ଯୂୟ ଶେନ ଧନାନି ହାରୟତି ତୋମରା ତାହାକେ ଧନ ଅପ-  
 ହରଣ କରାଉ ।  
 ବାଲିକା ପାଚକେନ ଫଳ ବାଲିକା ପାଚକକେ ଫଳ ଦନ୍ତ  
ଦାହୟତୁ କରାଉକ ।  
 କର୍ତ୍ତା ଧୃତ୍ୟେନ ଭାରଂ ବାହୟିଷ୍ୟତି କର୍ତ୍ତା ଭୂତାକେ ଭାରବହନ  
 କରାଉବେନ ।  
 ୨ । ସାଧୁ: କନ୍ୟାଃ ହତ୍ତାନ୍ ସେଚୟତି ସାଧୁ କନ୍ୟାକେ ବୁଦ୍ଧ ସମୂହ  
 ସେକ କରାଉତେଛେନ ।  
 ବ୍ରାହ୍ମଣ: ରାଜା ଚୌରଂ ମୋଚୟତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାକେ ଚୋର ମୁକ୍ତ  
 କରାଉତେଛେନ ।

ଅତିଥି: ଗୃହସ୍ଥେନ ପୁତ୍ରଂ ମର୍ଷୟତୁ ଅତିଥି ଗୃହସ୍ଥକେ ପୁତ୍ର କ୍ରମା  
କରାଉନ ।

୭ । ଶବ୍ଦଶୁଦ୍ଧି ବାବଦ୍ଧାର କର—ଆବିତବାନ୍, କାରିତବତ୍ସୌ,  
ସେବିତବତ୍ସା, ରୋଦୟତି, ଲୋଭୟନ୍ତୁ, ମୋଚୟତ, ମର୍ଷୟେରନ୍,  
ନୋଦୟିଷ୍ୟତି, ପୋଷୟନ୍ତି, ଗୋଜୟିମହି, ବୋଧୟିଥା: ।

## ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଠ

୧ । ପିତା ପୁତ୍ରେଣ ଅତିଥିଂ ନମୟେତ୍ ପିତା ପୁତ୍ରକେ ଅତିଥି ପ୍ରଣାମ  
କରାଇବେନ ।

ମାତା ଦୁହିତା କ୍ରୋଧଂ ଶମୟତୁ ମାତା ଦୁହିତାକେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ  
କରା'ନ ।

କର୍ତ୍ତୃ ଋତ୍ୟେନ ଅଗ୍ନିଂ ଜ୍ଵଳୟତି କର୍ତ୍ତୃ ଭୃତ୍ୟକେ ଅଗ୍ନି ଜ୍ଞାନାହି  
ତେଛେନ ।

ରାଜା ଚଣ୍ଡାଳେନ ବିଦ୍ରୋହିଣଂ ରାଜା ଚଣ୍ଡାଳକେ ବିଦ୍ରୋହି-  
ଘାତୟତି ହନନ କରାଇତେଛେନ ।

୨ । ଶବ୍ଦଗୁଣି ବ୍ୟବହାର କର—ନମୟତୁ, ଘାତୟ, ନମିତବତୀ,  
ଘାତିତବନ୍ତଃ, ଶମୟିଷ୍ୟତି, ଜ୍ଵଳୟିଷ୍ୟନ୍ତି, ଦମୟିଷାଃ ।

তৃতীয় পাঠ

১। মৃত্যু: বালকেন ব্রহ্ম আরোপয়তি ভৃত্য বালককে ব্রহ্ম  
আরোহণ করাইতেছে।

কর্তা মৃত্যেন ধনং অপেয়িষ্যতি কর্তা ভৃত্যকে ধন দান  
করাইবেন।

বালক: বন্ধুনা পুস্তকং স্থাপয়তি বালক বন্ধুকে পুস্তক  
স্থাপন করাইতেছে।

শিক্ষক: ছাত্রৈ: ব্রহ্মান্তং খ্যাপয়তি শিক্ষক ছাত্রদিগকে  
ব্রহ্মান্ত বলাইতেছেন।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—আরোপিতবান্, স্থাপিতবন্তী,  
খ্যাপিতবন্তৌ, আরোপয়ন্তু, খ্যাপয়েযু:, স্থাপয়িষ্যন্তি,  
অধ্যাপয়েথা:।

## ଚତୁର୍ଥ ପାଠ

ବାଚ୍ୟାନ୍ତର

୧ । ବାଳକେନ ଅହଂ ଦେବ ନିନ୍ଦାଂ ବାଳକ କର୍ତ୍ତୃକ ଆମି ଦେବନିନ୍ଦା  
ଆବ୍ୟେ ଶୁନାନ ହୈତେହି ।

ତେନ ବାଳକ: କାର୍ଯ୍ୟଂ କାର୍ଯ୍ୟିତ: ତାହାର ଦ୍ଵାରା ବାଳକଟା କାର୍ଯ୍ୟ  
 କରାନ ହୈତେହି ।

ରାଜ୍ଞା ପତ୍ନୀ ଦୃଶ୍ୟାନି ଦର୍ଶିତା ରାଜାକର୍ତ୍ତୃକ ପତ୍ନୀ ଦୃଶ୍ୟମନୁହ  
 ଦେଖାନ ହୈୟାଚ୍ଚେନ ।

ଅତିଥିନା ଗୃହସ୍ଥ: ପୁତ୍ରଂ ମର୍ଥ୍ୟତେ ଅତିଥି କର୍ତ୍ତୃକ ଗୃହସ୍ଥକେ  
 ପୁତ୍ର କ୍ରମା କରା ହୈତେହି ।

ଶିକ୍ଷକେନ ଛାତ୍ରା: ପ୍ରତ୍ତାନ୍ତଂ ଶିକ୍ଷକ କର୍ତ୍ତୃକ ଛାତ୍ରଗଣକେ  
ତ୍ୟାପ୍ୟନ୍ତେ ବ୍ରତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହୈତେହି ।

୨ । ଶବ୍ଦଗୁଣି ବ୍ୟବହାର କର—ସେଚ୍ୟନ୍ତେ, ମର୍ଥ୍ୟେ, ଦର୍ଶ୍ୟାମହି,  
 ହାର୍ଥ୍ୟାନି, ମୋଚ୍ୟା:, କାର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଅଧ୍ୟାପିତ:, ଅଧ୍ୟାପ୍ୟେ ରନ୍,  
 ତ୍ୟାପ୍ୟେତ, ଶମ୍ୟନ୍ତେ, ନମ୍ୟେଧ୍ଵଂ, ଦାହ୍ୟନ୍ତାଂ, ବାହ୍ୟନ୍ତେ ।

পঞ্চম পাঠ

দ্বিকর্ষক ক্রিয়া

১। অনিচ্ছ	নিচ্ছ	বাচ্যপরিবর্তন
শিক্ষক: ছাত্রং প্রশ্নং পৃচ্ছতি	পিতা শিক্ষকেন ছাত্রং প্রশ্নং প্রচ্ছয়তি	পিতা শিক্ষক: ছাত্রং প্রশ্নং প্রচ্ছতি:
বালকা: মাং কিং পৃচ্ছন্তি	অতিথি: বালকৈ: মাং কিং প্রচ্ছয়তি	অতিথিনা বালকা: মাং কিং প্রচ্ছন্তে
ব্রাহ্মণ: মাং বস্ত্রং যাচেত	গৃহস্থ: ব্রাহ্মণেন মাং বস্ত্রং যাচয়তি	গৃহস্থেন ব্রাহ্মণ: মাং কিং যাচেত
অহং রাজানং ধনং যাচিষ্যে	পিতা ময়া রাজানং ধনং যাচয়িষ্যতি	পিতা অহং রাজানং ধনং যাচয়িষ্যে

২। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া একএকটি বাক্য রচনা কর—  
প্রচ্ছোরন, প্রচ্ছিত্যন্তে, প্রচ্ছস্ব, যাচেমহি, প্রচ্ছিতা:,  
যাচিতী, দোচ্ছন্তে, দোহয়তু, দোহয়িতু, রোদ্যন্তে, রোধিতা,  
রোধিরনু।

৩। সংস্কৃত কর ও বাচ্য পরিবর্তন কর—

জননো কণ্ঠার দ্বারা পাচককে অন্নপাক করাইয়াছেন।

কর্ত্তী গোপের দ্বারা গোরুকে দুগ্ধ দোহন করাইয়াছেন।

রাজা কৰ্ম্মচারীর দ্বারা অতিথিকে আদেশ বলাইবেন।

দুগ্ধলোক কুকুরের দ্বারা আমার পথরুদ্ধ করাইতেছে।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রযোজ্য কর্তব্য দ্বিতীয়া

প্রথম পাঠ

গমনার্থ ও অকর্ম্মক

১। বিশ্বামিত্রঃ রামং বনং প্লাবয়তি বিশ্বামিত্র রামকে বনে গমন  
করাইতেছেন।

অশ্বারোহী অশ্বং গৃহ্ণং গময়তি অশ্বারোহী অশ্বকে গৃহে গমন  
করাইতেছেন।

গোপঃ ধেনুং চালয়তি গোপ ধেনুকে গমন করা-  
ইতেছে।

২। মাতা শিশুং রময়তি মাতা শিশুকে খেলাইতেছেন

কৃষকঃ শস্যানি জনয়তি কৃষক শস্য জন্মাইতেছে।

মঃ হৃদয়ং ব্যথয়তি সে হৃদয়কে ব্যথা পাওয়ায়।

বালকঃ ইদং ঘটয়তি বালক ইহা ঘটাইতেছে।

প্রাতঃ মাতা পুত্রং জাগরয়তি প্রভাতে মাতা পুত্রকে  
জাগায়েন।

৩। শব্দগুলি ব্যবহার কর—প্লাবিতবান্, রমিতবন্তঃ,  
ব্যথয়েযুঃ, ঘটয়েঃ, জাগরয়েযং।

দ্বিতীয় পাঠ

১। অহং জ্ঞানান্ শাস্ত্রং আমি জ্ঞানদিগকে শাস্ত্র  
বোধয়ামি বুঝাইতেছি।

অধ্যাপকঃ শিষ্যং ব্যাকরণং অধ্যাপক শিষ্যকে ব্যাকরণ  
অধ্যাপয়েত্ পাঠ করাইবেন।

মাতা বালকং অন্নং খাদয়তি মাতা বালককে অন্ন ভক্ষণ  
করাইতেছেন।

রাজা পত্নীং দৃশ্যানি দর্শয়তি রাজা পত্নীকে দৃশ্য সমূহ  
দেখাইতেছেন।

অতিথয়ঃ গৃহস্থান্ সংবাদং অতিথিরা গৃহস্থগণকে সংবাদ  
প্রাপয়ন্তি জানাইতেছেন।

২। সংস্কৃত কর—বোধিতবান্, অধ্যাপিতব্যঃ, দর্শয়েত্,  
 খাদয়েত্, অধ্যাপয়তু।

## ତୃତୀୟ ପାଠ —ବାଚ୍ୟାନ୍ତର

୧ । ଅଶ୍ବାରୋହିଣୀ ଅଶ୍ବ: ଅଶ୍ବାରୋହି କର୍ତ୍ତୃକ ଅଶ୍ବ ଗୃହ  
 ଗୃହଂ ଗମୟାତି ଗମନ କରାନ ହୈତେଛେ ।

ଗୋପେନ ବିନୁ: ଚାଲ୍ୟତି ଗୋପକର୍ତ୍ତୃକ ଧେନୁ ଗମନ କରାନ  
 ହୈତେଛେ ।

ମାତ୍ତା ଶିଶୁ: ରମୟାତି ମାତାକର୍ତ୍ତୃକ ଶିଶୁ ଖେଳାନ  
 ହୈତେଛେ ।

ମୟା ଛାତ୍ରା: ଶାସ୍ତ୍ରଂ ବୋଧ୍ୟନ୍ତି ଆମାର ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଗଣ ଶାସ୍ତ୍ର  
 ବୁଝାନ ହୈତେଛେ ।

ଅଧ୍ୟାପକେନ ଶିଷ୍ୟ: ବ୍ୟାକରଣଂ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ତ୍ତୃକ ଶିଷ୍ୟ  
 ଅଧ୍ୟାପିତ: ବ୍ୟାକରଣ ପାଠକରାନ ହୈତେଛେ ।

ମାତ୍ତା ବାଳକ: ଅନ୍ନଂ ଖାଦୟାତି ମାତାକର୍ତ୍ତୃକ ବାଳକ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ  
 କରାନ ହୈତେଛେ ।

୧ । ଶବ୍ଦଗୁଣି ବ୍ୟବହାର କର—ଚାଲ୍ୟେତ, ଅଧ୍ୟାପ୍ୟେଷ୍ଠ, ବୋଧ୍ୟେରନ୍,  
 ରମୟାନ୍ତାଂ, ଖାଦୟସ୍ବ ।

प्रथम परिच्छेद

माहिता परिच्छेद

१। वांछा कर—

(क) राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथाशक्तो भवेन्नृपः ।

सम्भवश्च यथा तस्य मिद्विष्य परमा यथा ॥

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणं ॥

अराजके हि लोकेऽस्मिन्

सर्वतो विद्वते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य

(शृष्टि कनिशाच्छेन) राजानमसृजत् प्रभुः ॥

इन्द्राणिलयमार्काणा मग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रानिहृत्य शाश्वतीः ॥

यस्मादेषां समुद्राणां माताभ्यो निर्मितो नृपः ।

तस्मादभिभवत्येषः सर्वभूतानि तेजसा ॥

तपत्यादित्यवच्चैषः चक्षुषी च मनांसि च ।

(मगर्थ इय) न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितं ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥

बालोऽपि नावमन्तथ्यः मनुष्य इति भूमिपः ।

महतो देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्तिञ्च देशकालौ च तत्त्वतः ।

कुरुते धर्मसिद्धार्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥

यस्य प्रसादे पद्माश्रीर्विजयस्य पराक्रमे ।

मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्व्वतेजोमयोहि सः ॥

(शङ्कताच्छरण करे) तं यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात्

स विनश्यत्यशंसयं । ( अशंसप्रोक्ष इति )

तस्य ह्याशु विनाशाय

राजा प्रकुरुते मनः ॥

तस्यार्थे सर्व्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजं ।

ब्रह्मतेजोमयं दण्डं असृजत् पूर्व्वमीश्वरः ॥

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ।

भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥

तं देशकालौ शक्तिञ्च विद्याञ्चावेक्ष्य तत्त्वतः ।

यथार्हतः सम्प्रणयेत् नरेष्वन्यायवर्त्तिषु ॥

(५)

तामाशुवेगेन दुरासदेन

त्वभिप्लुतां शोकमहार्णवेन ।

पश्यंस्तदा बाल्यनुजस्तरस्वो

भ्रातुर्वधेनाप्रतिमेन तेपे ॥

स वाष्पपूर्णेन मुखेन पश्यन्

क्षणेन निर्व्विन्नमना मनस्वी ।

जगाम रामस्य शनैः समीपं

भृत्यैर्वृतः सम्परिदूयमानः ॥

स तं समासाद्य गृहीतचापं  
 उदात्तमाशीविषतुल्यवानं ।  
 यशस्विनं लक्ष्मणलक्षिताङ्गं  
 अवस्थितं राघवमित्युवाच ॥  
 यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र  
 कृतं त्वया दृष्टफलञ्च कर्म ।  
 मयाद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो  
 मनोनिवृत्तं हतजीवितेन ॥  
 अस्यां महिष्यान्तु भृशं रुदत्यां  
 पुरेऽति विक्रीशति दुःखतमे ।  
 हते नृपे संग्रयितेऽङ्गदे च  
 न राम राज्ये रमते मनो मे ॥  
 क्रोधादमर्षादतिविप्रधर्षात्  
 भ्रातुर्वधो मेऽनुमतः पुरस्तात् ।  
 हते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन्  
 सुतीक्ष्णमिच्छाकुवर प्रतप्ते ॥  
 त्रेयोऽद्यमन्ये मम शैलमुख्ये  
 तस्मिन् हि वासश्चिरमृष्यमूके ।  
 यथा तथा वर्त्तयतः स्वहृत्ता  
 नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥  
 “न त्वां जिघांस्यामि चरेति” यत् मां  
 अयं महात्मा मतिमानुवाच ।

तस्यैव तद्राम वचोऽनुरूपं  
 इदं वचः कर्म च मेऽनुरूपं ॥  
 भ्राता कथं नाम महागुणस्य  
 भ्रातुर्वधं राम विरोचयेत् ।  
 राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं  
 विचिन्तयन् कामपुरस्कृतोऽपि ॥  
 वधो हि मे मतो नासीत्  
 स्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात् ।  
 ममासीद् वृद्धिर्दौरात्मयात्  
 प्राणहारो व्यतिक्रमः ॥  
 भ्रातृत्वमार्थभावश्च  
 धर्मस्थानेन रक्षितः ।  
 मया क्रोधश्च कामश्च  
 कपित्वञ्च प्रदर्शितं ॥  
 अचिन्तनीयं परिवर्द्धनीयं  
 अनीप्सनीयं स्वनवेक्षणाय ॥  
 प्राप्तोऽस्मि पापानामिदं वयस्य  
 भ्रातुर्व्यधात् त्वाद् वधाद्देवेन्द्रः ॥  
 नार्हामि सम्मानमिमं प्रजानां  
 न यौवराज्यं कुत एव राज्यं ।  
 अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तं  
 एवंविधं राघव कर्मकृत्वा ॥

पापस्य कर्त्तास्मि विगर्हितस्य  
 क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके ।  
 शोको महान् मा मभिवर्त्ततेऽहं  
 दृष्टेर्यथा निम्नमिवाम्बुवेगः ॥  
 महाबलानां हरियूथपानां  
 इदं कुलं राघव मन्निमित्तं ।  
 अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापात्  
 अर्द्धस्थितप्राणमितीव मन्ये ॥  
 सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः  
 कुतस्तु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन ।  
 न चापि विद्येत स वीर देशो  
 यस्मिन् भवेत् सोदर सन्निकर्षः ॥  
 अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवत्  
 जीवेत माता परिपालनार्थं ।  
 विना तु पुत्रं परितापदीना  
 सानैव जीवेदिति निश्चयं मे ॥  
 सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदोस्तमग्निं  
 भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् ।  
 इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवोराः  
 सौतां निदेशे परिवर्त्तमानाः ॥  
 कृतस्मन्तु ते सेत्स्यति कार्यमेतत्  
 मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्र ।



कुलस्य हन्तारमजीवनाहं  
 रामानुजानौहि कृतागसं मां ॥  
 इत्येवमार्त्तस्य रघुप्रवीरः  
 श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य ।  
 मञ्जातवाष्पः परवीरहन्ता  
 रामो मुहुर्त्तं विमना वभूव ॥  
 तस्मिन्क्षणेऽभीक्ष्णमवेक्षमानः  
 क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता ।  
 रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां  
 ममुत्सुकः सोऽथ ददर्श तारां ॥  
 तस्येन्द्रकल्पस्य दुर्गमदस्य  
 महानुभावस्य समौपमार्या ।  
 आर्त्तातितुणं व्यसनं प्रपन्ना  
 जगाम तारापरिविह्वलन्ती ॥  
 तं सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वं  
 शोकेन सन्भ्रान्त शरीरभावा ।  
 मनस्विनौ वाक्यमुवाच तारा  
 रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यं ॥  
 येनैव वाणेन हतः प्रियो मे  
 तेनैव वाणेन हि मां जहोहि ।  
 कृतागमिष्यामि समौपमस्य  
 न मां विना राम रमेत वाली ॥

स्वर्गेऽपि शोकञ्च विवर्णताञ्च  
 मया विना प्राप्स्यति वीर बालो ।  
 रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे  
 विदेहकन्यारहितो यथा त्वं ॥  
 यच्चापि अन्येत भवान् महात्मा  
 स्त्रीघात दोषस्तु भवेन्न मद्यं ।  
 आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं  
 न स्त्रीवधः स्यात् मनुजेन्द्रपुत्र ॥  
 शास्त्रप्रयोगाद्विविधाञ्च वेदात्  
 अनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः ।  
 दारप्रदानां हि न दानमन्यत्  
 प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥  
 त्वच्चापि मां तस्य मम प्रियस्य  
 प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर ।  
 अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वं  
 अधर्मयोगं मम वीर घातात् ॥  
 इत्येव मुक्तस्त विभुर्महात्मा  
 तारां समाश्वास्य हितं वभाषे ।  
 मा वीरभार्य्ये विमतिं कुरुष्व  
 लोको हि सर्व्वो विहितो विधात्वा ॥  
 तच्चैव सर्व्वं सुखदुःखयोगं  
 लोकोऽब्रवीत् तेन कृतं विधात्वा ।

त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं  
 नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य ॥  
 प्रीतिं परां प्राप्स्यमि तां तथैव  
 पुत्रस्यते प्राप्स्यति यौवराज्यं ।  
 धात्रा विधानं विहितं तथैव  
 न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति ॥

२ । (क) बांला कर—

अथौषधीनामधिपस्य वृद्धौ  
 तिथौ च जामित्र गुणान्वितायां ।  
 समेतवन्मुर्हिमवान् सुतायाः  
 विवाहदीक्षाविधिमन्वतिष्ठत् ॥  
 मस्तानकाकीर्णमहापथं तत्  
 चीनांशुकैः कल्पितजेतु मालं ।  
 भासोज्ज्वलत्काञ्चनतोरणानां  
 स्थानान्तरं स्वर्ग इवावभासे ॥  
 मैत्रे मुहुर्त्ते शशलाञ्छनेन  
 योगं गतासूत्तरफलगुनीषु ।  
 तस्याः शरीरे प्रतिकर्म चक्रः  
 वन्मुस्त्रियो याः पतिपुत्रवत्यः ॥  
 बभौ च सा सम्पर्कमुपेत्य बाला  
 नवेन दीक्षाविधि मायकेन ।  
 करेण भानोबहुलावसाने  
 सन्मुख्यमाणेव शशङ्करेखा ॥

सा मङ्गलस्नानविशुद्धगात्री  
 गृहीतपत्न्युदगमनीयवस्त्रा ।  
 निवृत्त पर्जन्य जलाभिषेका  
 प्रफुल्लकाशा वसुधेव रेजे ॥  
 कर्णार्पितो लोभ्रकषाय रूद्धे  
 गोरोचनाक्षेप नितान्त गौरि ।  
 तस्याः कपोले परभागलाभात्  
ववन्ध चक्षूषि यवप्ररोहः ॥  
 सा सम्भवद्भिः कुसुमैलेतेव  
 ज्योतिर्मिरुद्यद्भिरिव त्रियामा ।  
 मरिद्धिहृद्भिरिवलीयमानः  
आमुच्यमानाभरणा चकाशे ॥  
 क्षीरोदवेलिव स फेनपुञ्जा  
 पर्याप्तचन्द्रेव शरच्चियामा ।  
 नवं नवक्षीमनिवासिनी सा  
 भूयो वभौ दर्पणमादधाना ॥  
 तामर्चिताभ्यः कुलदेवताभ्यः  
 कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता ।  
 अकारयत् कारयितव्यदक्षा  
 क्रमेण पादग्रहणं सतीनां ॥  
 इच्छाविभूत्योरनुरूपमद्रिः  
 तस्याः कृती कृत्यमशेषयित्वा ।

सभ्यः सभायां सुहृदास्थितायां  
तस्थौ वृषाङ्गागमन प्रतीक्षः ॥

\*

\*

इत्थौषधिप्रस्थविलासिनीनां  
शृण्वन् कथाः श्रोत्र सुखास्त्रिनेत्रः ।  
केयूरचूर्णीकृतलाजमुष्टिं  
हिमालयस्थालय माममाद ॥  
तत्रावतीर्याच्यतदत्तहस्तः  
शरद्वनात् दौधिति मानिवोष्णः ।  
क्रान्तानि पृथ्वं कमलासनेन  
कक्ष्यान्तराण्यद्रिपतेर्विवेश ॥  
तमन्वगिन्द्रप्रमुखाश्च देवाः  
सप्तर्षिपूर्वाः परमर्षयश्च ।  
गणाश्च गिर्यालयमभ्यगच्छन्  
प्रशस्तमारम्भमिवोत्तमार्थाः ॥  
तचेश्वरो विष्टरभाग् यथावत्  
मरत्नमर्घ्यं भधुमश्च गव्यं ।  
नवे दुकूले च नगोपनीतं  
प्रत्यग्रहोत् सर्व्वममन्त्रवर्ज्जं ॥  
दुकूलवामाः न बधूममीपं  
निन्ये विनीते रवबोध दत्तैः ।

वेलासमोपं स्फुठफेनराजिः  
 नवे रुदन्वान् इव चन्दपादैः ॥  
 तस्याः करं शैलगुरूपनोतं  
 जग्राह ताम्राङ्गलिमष्टमूर्तिः ।  
 प्रदर्क्षिण प्रक्रमणात् कशानोः  
 उदर्चिषः तन्मिथुनं चकाशे ।  
 मेरोरुपान्तेष्विव वर्त्तमानं  
 अन्योन्य संसक्तमहस्त्रियामम् ॥  
 तौ दम्पती त्रिः परिणोय वङ्गि  
 अन्योन्य संस्पर्शनिमोलिताक्षौ ।  
 स कारयामास वधूं पुरोधाः  
 तस्मिन् ममिद्वार्चिषिलाजमोक्षं ॥  
 सा लाजधूमाञ्जलिमिष्टगन्धं  
 गुरुपदेशात् वदनं निनाय ।  
 कणोलसंसर्पिंशिखः स तस्याः  
 मुहुत्तंकर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥  
 वधूं द्विजः प्राह “तवैष वत्से  
 वङ्गिर्व्विवाहं प्रति कर्मसाक्षौ ।  
 शिवेन भर्त्ता सह धर्मचर्या  
 कार्या त्वया मुक्तविचारयेति ॥  
 ध्रुवेण भर्त्ता ध्रुवदर्शनाय  
 प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन ।

সা “দৃষ্ট” ইত্যাননমুন্নময়  
ক্লীমন্নকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ ॥

ইথং বিধিভ্যেন পুরোহিতেন

প্রযুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ ।

প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং

পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥

অথ বিধুগণাংস্তান্ ইন্দুমৌলির্বিষ্কৃত্য

ক্ষিতিধরপতিকন্যাং আদদানঃ করেণ ।

কনককলসযুতং ভক্তিশোভাসনাথং

ক্ষিতিবিরচিতশয্যং কৌতুকাগারং আগাৎ ॥

(খ) সংস্কৃত কর—

কিরূপ সময়ে পার্বতীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ?  
ঔষধিপতি চন্দ্র তখন আকাশে বিরাজ করিতেছিলেন,  
এবং তিথি তখন জামিত্রগুণ সংযুক্ত ছিল ।

বিবাহের জন্য হিমালয় কিরূপ গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন ?  
রাজপথ সনুহ তরু রাজি শোভিত হইয়াছিল, চান দেশায়  
পটুবস্ত্র দ্বারা পতাকা সনুহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কাঞ্চন-  
নির্ম্মিত তোরণ সনুহ নগরের শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছিল ।

কখন পার্বতীর প্রসাধনকর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল ? যখন  
চন্দ্র উদ্ভর-কঙ্কণীর সহিত যুক্ত দেখা গিয়াছিল ।

শুরুপক্ষের শেষে কাহার সাহায্যে চন্দ্রের পুষ্টি সাধিত  
হয় ? সূর্য্যের দাঁধিতি জলময় চন্দ্রে পতিত হয়, এবং চন্দ্র

হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। এজন্য সূর্য্যই চন্দ্রকিরণের কারণ।

তিনি মঙ্গলস্নান সমাধা করিয়া বিবাহবস্ত্র পরিধান করতঃ পতিব্রতা স্ত্রীগণ কর্তৃক বিবাহবেদিতে নীতা হইলেন ; এবং মাতৃকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সতী যোষিৎ গণকে প্রণাম করিলেন। এদিকে হর বৃষে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রাদি বরষাত্রীদিগের সহিত সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হিমালয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কি করিতে হইল ! বিবাহবস্ত্র পরিধান করাটয়া তাঁহাকে বধূর নিকট আনয়ন করা হইল।

বিবাহোৎসবের কি কি অঙ্গ ? প্রথমে বরকর্তৃক বধূর পাণিগ্রহণ, পরে যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করণ, তারপর পুরোহিত কর্তৃক অগ্নি ও বধুবরের চতুর্দিকে তিনবার গমন এবং সর্ববশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বধুকর্তৃক অগ্নিতে লাজক্ষিপণ।

পুরোহিত বধূকে কি বলেন ? স্বামীই বা কি বলেন ?

বিবাহ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে গুরুদেবগণকে প্রণাম করিয়া নব-দম্পতি শয়্যাগৃহ প্রবেশ করিলেন।

৩। (ক) বাংলা কর—

অথার্দ্ধবান্নে স্নিগ্ধমিন্দ্রদীপে

মথ্যামৃহি স্তুমজনঃ প্রবৃদ্ধঃ ।



कुशः प्रवासस्थकलत्रवेशां  
 अदृष्टपूर्वां वनितामपश्यत् ॥  
 सा साधु साधारण पार्थिवर्द्धः  
 स्थित्वा पुरस्तात् पुरुहुतभासः ।  
 जेतुं परेषां जयशब्दपूर्वं  
 तस्याञ्जलि वन्धुमतोववन्ध ॥  
 अथानपोढार्गलमप्यगारं  
 छायाभिवादर्शतलं प्रविष्टां ।  
 सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः  
 प्रोवाच पूर्वार्द्धविमृष्टतल्पः ॥  
 का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा  
 किं वा मदभ्यागमकारणं ते ।  
 आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां  
 मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥  
 तमब्रवीत् सा गुरुणानवद्या  
 या नोतपोरा स्वपदोन्मुखेन ।  
 तस्याः पुरः सम्प्रति वौतनाथां  
 जानीहि राजर्षाधिदेवतां मां ॥  
 वस्कौकमारामभिभूय माहं  
 सौराज्यवहोत्सवया विभूत्या ।  
 समग्रशक्तौ त्वयि सूर्यवंशे  
 सति प्रपन्ना करुणामवस्थां ॥

विशीर्णतल्याद्दशतो निवेशः  
 पर्यस्तशालः प्रभुणा विना मे ।  
विडम्बयति अस्तनिमग्नसूर्यं  
 दिनान्तं उग्रानिलभिन्नमेघं ॥  
 निशासु भास्वत् कलनूपुराणां  
 यः सच्चरोऽभूदभिसारिकाणां ।  
 नदन्मुखोल्काविचिनामिषाभिः  
 स बाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥  
 आस्फालितं यत् प्रमटाकरागैः  
 मृदङ्गधोरध्वनिमन्वगच्छत् ।  
 वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः  
 शृङ्गाहतं क्रोगति दोर्घिकाणां ॥  
 वृक्षे गयायष्टिनिवासभङ्गात्  
 मृदङ्गशब्दापगमादनास्थाः ।  
 प्राप्तादवोल्काहतशेषवर्हाः  
 क्रीडामयूरा वनवर्हिणत्वं ॥  
 सोपानमार्गेषु च येषु रामाः  
 निक्षिप्तवत्यश्चरणान् सरागान् ।  
 सद्यो हतन्यङ्गभिः अस्रदिग्धं  
 व्याघ्रैः पदं तेषु निघोयते मे ॥  
 चित्रहिपाः पद्मवनावतीर्णाः  
 करेणभिर्दत्तमृणालभङ्गाः ।

नखाङ्गशाघात विभिन्नकुम्भाः  
संरब्धमिहप्रहृतं वहन्ति ॥

❁ ❁ नत्तां

इतस्तनो रुढ दृणाङ्कुरेषु ।  
त एव सुक्तागुणशुद्धयोऽपि  
हर्षेषु मूर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥  
आवर्ज्य शाखाः मदयच्च यामां  
पुष्पाण्युपात्तानि विलामिनीभिः ।  
वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः  
क्लिश्यन्ते उद्यानलता मदीयाः ॥  
रात्रावनाविष्कृतदीपभासः  
कान्तामुखश्चोवियुता दिवापि ।  
तिरस्क्रियन्ते क्लमिन्तुजालैः  
विच्छिन्नधूमप्रसरा गवाक्षाः ॥  
वलिक्रियावर्जितमैकतानि  
स्नानोय संमर्गमनाप्रवन्ति ।  
उपान्तवानोरगृहाणि दृष्ट्वा  
शून्यानि दूये मरयुजलानि ॥  
तदहंसौमां वमतिं विमृज्य  
मामभ्युपेतुं कुलराजधानीं ।  
हित्वा तनं कारणमानुषो तां  
यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्तिं ॥

(খ) ' সংস্কৃত কর—

রামচন্দ্রের স্বর্গগমনের পর রঘু বংশীয় দিগের কুল-  
রাজধানী কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল ? তখন রাজা  
কোথায় বাস করিতেছিলেন, এবং তিনি কি ভাবে কাহার  
নিকট হইতে অযোধ্যার বৎকালীন অবস্থা জ্ঞাত  
হইলেন ?

রাজপরিবারপরিত্যক্ত হইয়া অযোধ্যা কাহাদের  
আবাসভূমি হইয়াছে ? শৃগালীরা কাহাদের স্থান অধিকার  
করিয়াছে ? দীর্ঘিকা সমূহে আজ কাল কাহারা বিহার  
করে ? যত্নাভাবে ময়ূরগণের কীদৃশী অবস্থা হইয়াছে ?  
সোপান মার্গে কাহারা বিচরণ করে ? সিংহগণ হস্তীদিগের  
কিরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছে ?

তল্ল ও অটুসমূহ বিশীর্ণ হইয়া যাওয়ায় নগরী কিরূপ  
দেখাইতেছে, এবং লোকাভাবে গৃহের গবাক্সগুলি  
কিরূপ হইয়াছে ? উদ্যানলতার পুষ্প-সমূহ কাহারা গ্রহণ  
করে ? সরযূর সৈকত সমূহে আর বলি আবর্জিত হয়  
কি ? ইহার জলে কে স্নান করে ?

এই অবস্থায় রাজার কি অৱস্থানে রাজ্যভোগ করা উচিত ?

সমাপ্ত



# শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা

সম্বন্ধে

## কয়েকটি অভিমত

1. *The Bengalee*, September, 1910.

### A MONUMENTAL WORK.

We have received a copy of "*Shiksha Bijnaner Bhumica*" or Introduction to the Science of Education by Professor Benoy Kumar Sarkar M.A., of the Bengal National College, Calcutta. It contains an appreciative preface by Babu Hirendranath Datta, who states that the author has been for the last three or four years engaged in the preparation of a Science of Education, which is to be a *comprehensive* work treating of all the aspects of education, *historical*, *theoretical* and *practical*. This has been written as a foreword to the whole, which is to be complete in twenty parts, of which some have been sent to the press.

There are three great divisions in the subject matter of the work. In the first volume the author proposes to discuss in a *historical* manner the different ideals and methods of education adopted by the different nations of the civilised world in the different ages of history and amidst different circumstances.

The second volume will be a philosophical discussion of the theory and science of education, the nature and ideal of education, the means and instruments of education with a view to set forth the best and achievable ideals of education suitable to the requirements of Modern India.

The third volume is to deal in an exhaustive manner with the best mode of teaching the different subjects such as Language, History, Psychology, Moral Philosophy, Economics, Politics and Sociology. The author will indicate how real and genuine interest in the natural Sciences can be created in the minds of the learners. He will also shew the simple and easy, the best and the most effective mode of teaching Mathematics, Physics, Chemistry, Geology, Botany, Zoology. The mode of teaching useful industries and other valuable suggestions about them will be offered. He will throughout make use of the Inductive Method Of Teaching. From this very brief contents of the book the reader will be able to imagine the comprehensiveness of the work.

We are very glad to recommend this excellent foreword and the series to the public for careful perusal and especially to those of our countrymen who are engaged in teaching and controlling education. It is highly desirable that the New Method of Teaching inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges. "The author himself," observes Babu Hirendranath Datta, "has achieved excellent results

by applying his new methods of teaching among his pupils and he hopes that the cause of education in this country will be greatly accelerated if they are adopted by the public."

We cannot think of more important services to be done in the interest of our nation than promoting the growth and spread of education. Government is also alive to the cause of primary education which has become a question of urgent necessity in this country. It is evident that we are in need of a number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the general mass of the community. Slur is often flung at our graduates that they are not fit for any original work. We invite the public to take note of this comprehensive and **original work** on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the cause of educational reform. We understand that this *Introduction to the Science of Education* has already won golden opinions from the leading journals of Bengal, as it should, being an original and important contribution to the Bengali literature.



## ২। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রশালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্য দেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত অগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার মর্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বিদ্বান ও শিক্ষা কর্মে ব্যাপ্ত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকল দেশহিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—“শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষা বিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্তমান সর্কবিধ আন্দোলনসমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্মীগণ প্রকৃত মহুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক জ্ঞান-মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম মনে করিবেন এবং এই কর্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ত দেশ-বাসীদের আন্তরিক আকাজক্ষা জন্মিবে। শিক্ষা প্রচারই সমীপবর্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।”

এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন।

### ৩। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭।

গ্রন্থকার “শিক্ষাবিজ্ঞান” নামক বিশ খণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্টে স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় না। গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিন চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদাই। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা বিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাঁচ খানি পুস্তক ইতি মধ্যেই যত্নস্ব হইয়াছে। এই রাজনীতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষা বিজ্ঞানের অগ্রগীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবুর সহিত আমরাও বলি—স্বধী মণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিবেন, এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সঙ্গক্ষে প্রকৃত “বিজ্ঞানের” প্রতিষ্ঠা করিবেন।

### ৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

এ গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা শিক্ষা ব্যবসায়ী তাহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকার লাভ করিবেন এইরূপ আশা করি। বিনয় বাবু যে ত্রুটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিপুল বিস্তৃত ও দুঃসাধ্য, ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকার সাধন করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

## 5. The Modern Review—6th October, 1910.

The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education series' which will be completed in twenty parts. The book under review is an introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the cause of Educational Reform in our country, and we recommend this introduction to our teachers for perusal.

৬। হিতবাদী—১৩ই আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

এ পুস্তকের আলোচনা পদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

৭। গৌড়দূত।

শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় এক বিশাল কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলে চলে। এদেশে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রচার জন্ত বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অশুভূত হইতেছে। বিনয় বাবু স্বয়ং এই শিক্ষা প্রচারে ত্রতী, সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্যে ত্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সম্প্রতি এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয় বাবুর দ্বারা এই কার্য সংসাধিত হওয়া অনেক অসাধ্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহে, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

8. RAI SARAT CHANDRA DAS BAHADUR, C.I.E.

PROFESSOR Benoy Kumar Sarkar's *Shiksha Vijnan Bhumika* is an excellent introduction to the Science of Education. The scheme of his works as outlined in this book is as follows :

The first volume contains a Historical Survey of the system of education representing the types of civilisation evolved in the history of the world. The second is to give the Philosophical Theories on education held by the master-minds of the different ages and countries supplemented by the author's own theory deduced from the historical study as well as from the critical survey of the theories. The Art of teaching according to his Theory of Education will be dealt with in the Third volume which will necessarily consist of as many parts as there are branches of learning.

The Book will thus be self-contained—dealing with the history, theory and practice of education in a comprehensive manner on scientific basis.

## ৯। আশ্চর্য্যবর্ত্ত, কান্তিক, ১৩১৭।

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি একটি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্বভাস বা অবতরনিকা। ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ও উদ্যমের সহিত বঙ্গীয় পাঠককে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে। এই ভূমিকায় তিনি একখানি বিস্তৃত শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায়, শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিক দর্শনে, কোমং তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীবিভাগে যে একটি ভাব-সমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রতা নহে। ‘শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা’ প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন;—জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা যায় কি না সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকালেখক হীরেন্দ্র বাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশু শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জগৎ সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। যদি এই বিপুল অনুষ্টানের সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা নবীন উৎসাহদৃষ্ট লেখকের ভাগ্যে নাও ঘটে, তাহা হইলেও যে এ উদ্যম পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

\* \* \* \* উন্নতিকাম, সভ্যতাদৃষ্ট, জ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে শিক্ষার ত্রায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। একমাত্র অতীত সভ্যতার গৌরবে অভিমানী মুক্তি-প্রদানের পথিক ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞানের লেখক একটি অতি সময়োপযোগী; সমীচীন ও গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। \* \* \* \* |

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বর্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দিষ্ট স্থান আছে, এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা-বিজ্ঞান আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় যঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্বতোমুখী শিক্ষার অমুকুল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যজ্ঞাবী বিশ্ব সমুদ্রেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। \* \*

বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহা হইলেও লেখক যেরূপভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা-হইতেই তদীয় আরও ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই বিরাট আয়োজনের সূচনায় আমরা যে আনন্দলাভ করিয়াছি আমরা দের একনাএ আশঙ্কা যে লেখক অন্তপথে গিয়া পাছে আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত করেন। \* \* \* \* তবে গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজ ব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

## ১০। শ্রীযুক্ত সার চন্দ্রমাধব ঘোষ ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। 'ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ একব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কি না। কিন্তু পুস্তকলেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার, ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ আশা করা বাইতে পারে যে তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্যে কৃতকার্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক, ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায়, কেবল বাক্সালা ভাষায় নয়, ইংরাজি ভাষাতেও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা তাহা পাঠ করিতে পারিবেক।

11. **P. N. BOSE Esq.,** B. SC. (LONDON,) F.G.S., M.R.A.S.

A perusal of your শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা and সাহিত্যসেবী has convinced me that the Bengali Language, in the hands of a master, could be made as good a vehicle for high thoughts and ideas as any language in the World. But, your শিক্ষাবিজ্ঞান is on such an elaborate plan and embraces such a wide variety of subjects which would be interesting and instructive not only to all educate

Indians, but probably also to cultured men of other nationalities, that I almost regret it should be written in a Provincial vernacular. Hope you will have an English Edition of the Work. This is a serious handicap—the want of a national language for India. In former times Sanskrit was the common language for educated India. English is now the common language and I cannot think of any other that can be substituted for it. Hindi would do well for northern India but it would not be understood in the South.



# সাহিত্য সংরক্ষণ বিষয়ক

## প্রস্তাব সম্বন্ধে অভিমত

Professor B. K. Sarkar of the Bengal National College has just brought out the paper, entitled "Sahitya Sebi," read by him at the last Northern Bengal Literary Conference, in pamphlet form. In it, the Professor makes a powerful appeal to the Bengali public to raise funds to **endow Academies** for fostering Bengali literature; spreading education: etc." We have every sympathy with his suggestion, and hope that his appeal will be warmly responded to by our readers.—*Empire*, 25th March 1911.

Can it be said that as a nation-building force, literature as we have is in any sense adequate or that its rate of progress is commensurate with the requirements of the country? The question is asked in a remarkable little pamphlet in Bengali which has just been published by Babu Radheschandra Set, B. L., of Maldah. The author is Babu Binoy Kumar Sarkar, M. A., of the National College, and the pamphlet embodies a lecture which the author delivered at the Literary Conference held at Malda. In the opinion of this writer, and it is an opinion which it is possible to endorse without in any way disparaging our great writers, the literature of the country is still very, very

poor. "Stripped of poetry, fiction and tales, our literature has very little worth the name." If this is not meant to be a reflection, and it obviously is not, upon the splendid works in the domain of fiction and poetry that we have, it is difficult to differ from the conclusion at which the writer has arrived. That there is no book in the most advanced Indian language which can be prescribed as **a text book for the higher classes of our Colleges**, whether in philosophy, in history, in political economy, political philosophy or sociology or in physics, chemistry or mathematics is unfortunately only too true. That practically no attempt of a systematic kind has yet been made to adapt even the most advanced of **our languages** to the high purpose of **being the medium for instruction** in any of these subjects is also true. Of criticism in the true sense of the term, there is practically little in our literature, if we leave aside one or two masterpieces, and yet criticism occupies a place almost on the same level with construction in every one of the modern European literatures. Surely if national life is to be effectively advanced by national literature, it is not a literature like ours, so little equipped for its work, which can undertake the task. No doubt as Babu Binoy Kumar points out, national literature itself, its growth and character, are determined by the conditions and character of national life, its intensity, its breadth, its many-sidedness, its relation to the wider life of humanity. But we are here considering what literature as a more or less conscious nationalising force can do even in the

direction of creating some of these conditions and stimulating some others. From this point of view, there is doubtless room for activity of a very vigorous kind. But are there many signs that this activity will be forthcoming in the immediate future? Whatever the reply to this question may be, there is no doubt that if literary activity of a decisive kind is to mark the coming era, the suggestion thrown out by Babu Benoy Kumar, which is identical with the view we have frequently urged in these columns, must be carried out. We shall give the suggestion in the writer's own words:—

“Arrangements should be made for the **maintenance of a number of literary men with proper monthly salaries** in order that they without anxiety may devote their whole time and energy to the pursuit of literature.” In other words, a system of endowments should be inaugurated, whether in connection with the Universities or the academics, and literature should have the same **patronage** at the hands of our wealthy men that it used to have in Europe in those days when **literature had not yet become the source of profit** and power that it now is. The question that we have to ask ourselves, and which our literary men should especially ask themselves is, in what precise way and how soon our literature can be made to occupy a position of general equality with the modern European literatures, alike as an instrument of culture in all its many aspects and as an organ of national life which in these days is to no small extent conditioned by national culture. There is undoubtedly an upward trend in the nation, and if we

can set ourselves to the work earnestly, assiduously and with courage, success is bound to come. Babu Benoy Kumar has **not raised this important question a day too soon**, and his own contribution to the proper understanding of the question is by no means inconsiderable. We have great pleasure in commending his pamphlet to the public.—*Bengalce*, 31st March, 1911. —

### **“ Protection of Literature.”**

What Babu Benoy Kumar evidently wants is the setting free, by a system of endowment, of the time and leisure of a number of literary men for the writing and compilation of standard works in Bengali, **such as might be prescribed as text books for the higher classes of Calcutta University.** The proposal is undoubtedly commendable.

What Babu Benoy Kumar has in view is the making of Bengali literature richer by the **translation** into Bengali of “the best literary treasures of the world,” as well as of **the works of those original thinkers and investigators in other lands** whose writings have been a permanent contribution to the wisdom of the human race. A very noble object undoubtedly, and one which the scheme he suggests will certainly help the country in realising. •

# শিক্ষাবিজ্ঞান (The Science of Education)

[ ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ ]

১। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা—ব্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত  
এম. এ. বি. এল, প্রেসিডেন্ট রাইচাঁদ স্কুলারের ভূমিকা সহিত,  
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত  
মূল্য ১০/০

২। প্রথম বিভাগ প্রথম খণ্ড—প্রাচীন গ্রীসের জাতীয়  
শিক্ষা মূল্য ১/-

“আরোহ” পদ্ধতির অধ্যাপনাপ্রণালী অবলম্বিত গ্রন্থাবলী।

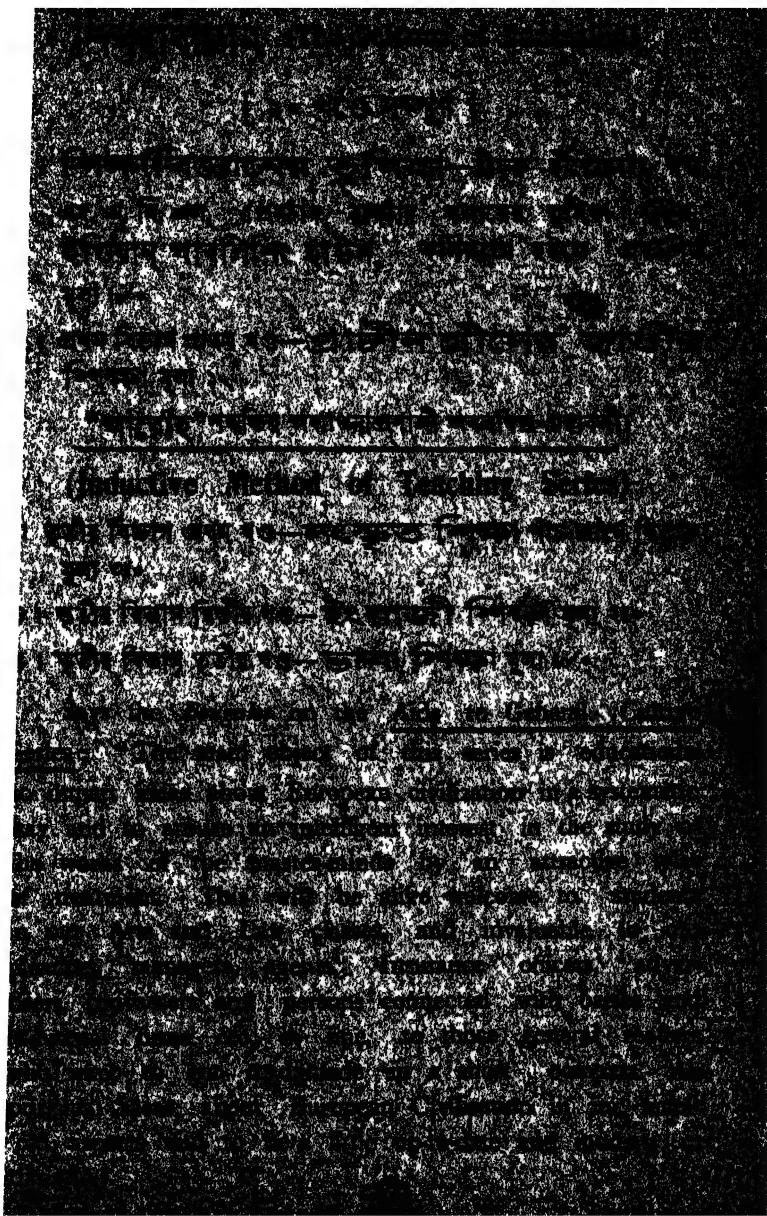
(Inductive Method of Teaching Series)

৩। তৃতীয় বিভাগ প্রথম খণ্ড—সংস্কৃত শিক্ষা পাঁচ ভাগে বিভক্ত  
মূল্য ৩০/০

৪। তৃতীয় বিভাগ দ্বিতীয় খণ্ড—ইংরাজী শিক্ষা মূল্য ২০/০

৫। তৃতীয় বিভাগ তৃতীয় খণ্ড—ভাষা শিক্ষা মূল্য ১০/০

Says the *Bengalee* on the Aids to General Culture Series ; “The main object of this series is educational to impart ideas about European civilization in a systematic way and to arouse an intelligent interest in the study of the works of the master-minds by an attractive styles of treatment. This will be alike welcome to students in our Arts and Law classes, and invaluable to, our pleaders, managers, agents, Insurance officers, advertisers, canvassers and persons connected with banks and industrial firms &c., in fine, to those general readers who want to get readymade in a short compass the principal ideas about European Civilisation in its manifold aspects and to be a little up-to-date and modern in thought.”



**WORKS**

BY

**BENOY KUMAR SARKAR, M. A.,**

**LECTURER, BENGAL NATIONAL COLLEGE, CALCUTTA**

**IN ENGLISH**

**AIDS TO GENERAL CULTURE SERIES.**

*Useful to General Readers and Candidates for Degrees.*

1. **Outline of the History of Ancient and Mediæval Europe**—In two Parts. Part I. 1/12/. Part II. Rs. 2.
2. **Constitutions of Seven Modern States**—Re. 1/4.
3. **Analysis of Seeley's Introduction to political Science**—Annas Twelve.
4. **Analysis of some important topics of Political Science and International Law**—(In the Press)  
Rs. 2.
5. **Outlines of Economics**—Re. 1/12.
6. **Important chapters in the History of English Literature**—Rs. 2.

**IN BENGALI**

**শিক্ষাবিজ্ঞান ।**

**OR**

**The Science of Education and the Inductive  
Method of Teaching Series,**

to be complete in 20 Parts ;

Says the *Modern Review* (October, 1910) "Services to the cause of **Educational Reform**, and we recommend this *Introduction* to our teachers for perusal."

PRINTED AT THE **India Press**, 24, Middle Road, Entally, Cal.











